মে মাস
ধন্যা কুমারী মারীয়ার মাস

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪ ৩ - ৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মায়ের সাথে জীবন পথে

মে মাস: মা মারীয়ার মাস ও আমাদের করণীয়

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ

প্রিয় ক্যাথলিক SSC ও HSC ছাত্র/যুবক ভাই,

ঈশ্বরের মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্য

বাংলাদেশ যিশু সংঘ (জেজুইট) থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

যিশুসংঘের প্রতিষ্ঠাতা লয়োলার সাধু ইগ্নেসিয়াস ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার এবং জেজুইট পোপ ফ্রান্সিসের মত
ঈশ্বরের মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্য
তুমিও কি একজন জেজুইট ফাদার বা ব্রাদার হতে চাও?

তোমাকে স্বাগতম

"এসো দেখে যাও"

IgnatiuSoo

আহ্বান পরিচালক
ফাঃ সানি আন্তনী কস্তা, এসজে
01751362510
সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
কুচিলাবাড়ি, মঠবাড়ি, গাজীপুর

SSC ও HSC পরীক্ষার পরে "Come and See" করতে
আগ্রহীদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে

For the Greater Glory of God

যোগাযোগ
ফাঃ সানি কস্তা, এসজে 01751362510
ফাঃ রোহিত মৃ, এসজে 01743155142
ফাঃ নিউটন ত্রিপুরা, এসজে 01345808718
ফাঃ প্রবাস রোজারিও, এসজে 01732875690

বিজ্ঞ/৮৯/২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৪
০৩ এপ্রিল - ০৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২০ বৈশাখ - ২৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

জীবন পথে মায়ের সান্নিধ্য

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে মে মাসে মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন। মণ্ডলীও এ মাসটিকে মা মারীয়ার মাস হিসেবে আখ্যায়িত করে মায়ের সাথে সম্পর্ক নবায়িত করার একটি সুযোগ নিয়ে আসে। এই সময়টি শুধু মা মারীয়া-র প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই নয়, বরং পৃথিবীর প্রত্যেকজন মায়ের অবদানকে গভীরভাবে উপলব্ধি করারও এক অনন্য সুযোগ। স্বর্গীয় মা ও জাগতিক মা – উভয়েই সন্তানের বিশ্বাস, চরিত্র এবং মানবিকতার ভিত গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে মা মারীয়া শুধু যিশু খ্রিস্টের জন্মদাত্রীই নন; তিনি বিশ্বাস, আনুগত্য এবং ত্যাগের এক উজ্জ্বল প্রতীক। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নিঃশর্ত সম্মতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সত্যিকারের বিশ্বাস কেমন হতে পারে। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। যেখানে আনন্দ, বেদনা, উদ্বেগ ও আশার সংমিশ্রিত রূপ আমরা দেখতে পাই। তাই মে মাসে মা মারীয়াকে স্মরণ আমাদেরকে বিশ্বাসে দৃঢ় হতে এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখতে অনুপ্রাণিত করে।

অন্যদিকে, আমাদের জাগতিক মায়েরা প্রতিদিন নীরবে যে ত্যাগস্বীকার করেন, তা প্রায়ই অদৃশ্য থেকে যায়। সন্তানের প্রথম শিক্ষক হিসেবে মা-ই তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শেখান, মানবিকতা ও সহমর্মিতার বীজ বপন করেন। একজন সন্তানের চরিত্র গঠনের পেছনে মায়ের প্রভাব এতটাই গভীর যে তা তার সারা জীবনের পথচলায় প্রতিফলিত হয়।একটি সুস্থ সমাজ গঠনের মূলভিত্তিও গড়ে ওঠে এই মাতৃত্বের নরম স্পর্শে।

একটি শিশুর বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। হাঁটতে শেখা থেকে শুরু করে জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া পর্যন্ত, মা নীরবে পাশে থাকেন। তাঁর স্নেহ, মমতা ও ত্যাগ সন্তানের মনোজগতে এমন এক ভিত্তি গড়ে তোলে, যা তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে। বর্তমান ব্যস্ত ও যান্ত্রিক জীবনে যখন পারিবারিক বন্ধনগুলো ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে, তখন মায়ের সান্নিধ্যের গুরুত্ব আরও গভীরভাবে অনুভূত হয়। শুধু শারীরিক উপস্থিতি নয়, মায়ের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দূরত্ব থাকলেও মায়ের শিক্ষা, মূল্যবোধ ও আদর্শ সন্তানের পথনির্দেশক হয়ে থাকে। জীবনের সংকটে মায়ের একটি উপদেশ কিংবা স্মৃতি হয়ে ওঠে সাহসের উৎস। তাই বলা যায়, মা শুধু একজন অভিভাবক নন, তিনি একজন জীবন্ত প্রেরণা।

বিশ্বাসীয় জীবনে যেমন মা মারীয়ার আদর্শ পথপ্রদর্শক, তেমনি মানবীয় জীবনে আমাদের মায়েরা সেই আদর্শকে বাস্তবতায় রূপ দেন। একজন মা সন্তানের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ বপন করেন, তাকে প্রার্থনার গুরুত্ব শেখান, এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দৃঢ় থাকার শক্তি জোগান। এভাবে স্বর্গীয় ও পার্থিব মাতৃত্ব একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

বর্তমান সময়ে, যখন পরিবার ও মূল্যবোধ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন মায়েদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর ও ব্যস্তজীবনে সন্তানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সহজ নয়। তবুও একজন মাতা ভালোবাসা, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করে চলেন।

একজন মা – তিনি স্বর্গীয় হোন বা জাগতিক–মানব জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। মায়ের সান্নিধ্য জীবনের প্রতিটি দিনকে অর্থবহ করে তোলে। তাঁর ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, তাঁর ত্যাগ অপরিসীম। তাই প্রতিদিনের জীবনপথে মায়ের উপস্থিতিকে সম্মান জানানো, তাঁর মূল্য উপলব্ধি করা এবং তাঁর আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলা হোক আমাদের অঙ্গীকার। †

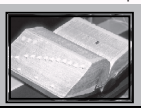

তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন। *(যোহন ১৪:১১)*

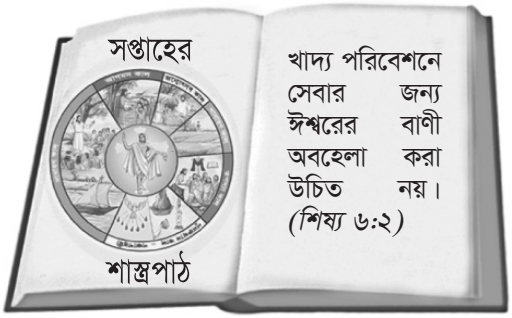

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৩ মে- ০৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

৩ মে, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ৬: ১-৭, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১৮-১৯, ১ পিত ২: ৪-৯, যোহন ১৪: ১-১২

৪ মে, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ১৪: ৫-১৮, সাম ১১৫: ১-৪, ১৫-১৬, যোহন ১৪: ২১-২৬

৫ মে, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১

৬ মে, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

৭ মে, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১

৮ মে, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৭: ৭-১১, যোহন ১৫: ১২-১৭

৯ মে, শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
শিষ্য ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-৩, ৫, যোহন ১৫: ১৮-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩ মে, রবিবার
+ ১৯৬৬ ফা. জেমস মেকগার্ভে, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রা. জুড কস্তেল্লো, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফা. পল গমেজ (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফা. বারট্রাম নেলসন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৪ মে, সোমবার
+ ১৯৭০ সি. লাওরা থিভার্জ, সিএসসি
+ ১৯৯৬ ফা. লুইজি বেল্লিনী, পিমে (দিনাজপুর)

৫ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৭১ সি. লিলিয়ান ব্রোনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সি. যোসেফিন হাঁসদা, সিআইসি (দিনাজপুর)

৬ মে, বুধবার
+ ১৯৯৭ সি. বার্থোলমেয়া হালদার, এসসি (খুলনা)

৭ মে, বৃহস্পতিবার
+ ২০২১ ফা. রিকার্দো তবানেল্লী, এসএক্স (ময়মনসিংহ)

৮ মে, শুক্রবার
+ ২০১৬ ব্রা. জার্লাথ ডি'সুজা, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. আঞ্জেলো রুসকোনি, পিমে

৯ মে, শনিবার
+ ১৯৯২ সি. এম. মেকটিল্ডে, আরএনডিএম
+ ১৯৯৭ ফা. ওবেদিও জেরলেরো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সি. মেরী ইগ্নেশিউস, আরএনডিএম
+ ২০০২ ফা. আলফন্স জেংচাম, ওএমআই (ময়মনসিংহ)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

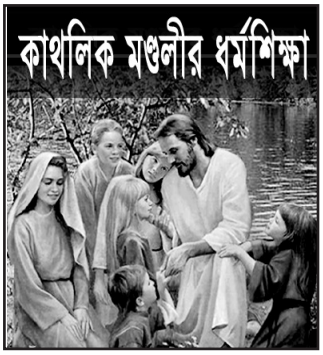

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১৫৮ ঈশ্বর প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকেন। প্রত্যেকের নামই পবিত্র। নাম হচ্ছে ব্যক্তির প্রতিকৃতি। তাই ব্যক্তির মর্যাদার প্রতীক হিসেবে তা সম্মানের দাবিদার।

২১৫৯ চিরদিনের জন্য মানুষ তার নাম গ্রহণ করে। ঐশ্বরাজ্যে ঈশ্বরের নামে চিহ্নিত প্রতিটি ব্যাক্তির রহস্যময় এবং অনন্য বৈশিষ্ট দীপ্তিমান হয়ে থাকবে। "যে বিজয়ী, তাকে আমি... একটি সাদা পাথর দেব, যার ওপরে নতুন এক নাম লেখা আছে, এমন নাম যা কেউই জানে না; সে-ই মাত্র জানে নামটিকে যে গ্রহণ করে।" "পরে আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তার নাম ও তার পিতার নাম।

সারসংক্ষেপ

২১৬০ "হে প্রভু, আমাদের প্রভু, সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম"।

২১৬১ দ্বিতীয় আজ্ঞা নির্দেশ দেয় প্রভুর নামকে শ্রদ্ধা করতে। প্রভুর নাম পবিত্র।

২১৬২ দ্বিতীয় আজ্ঞা ঈশ্বরের নামের সব ধরণের অযথা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। ঈশ্বরনিন্দা হচ্ছে ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট, কুমারী মারীয় এবং সকল সাধু-সাধ্বীর নাম অশ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করা।

২১৬৩ মিথ্যা শপথ হচ্ছে কোন মিথ্যার পক্ষে সাক্ষী হতে ঈশ্বরকে ডাকা। শপথভঙ্গ করা হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধ কেননা তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় চির বিশ্বস্থ।

২১৬৪ সত্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া সৃষ্টিকর্তা বা অন্য সৃষ্টি জীবনের নামে শপথ ক'রো না।

বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

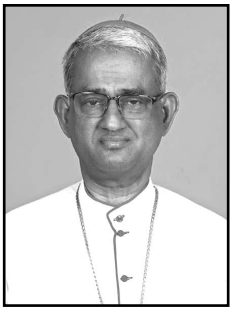

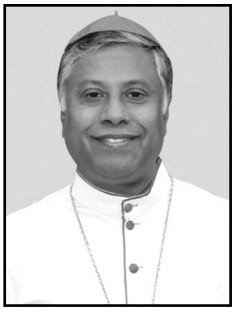

৩ মে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর অভিষেক বার্ষিকী। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

"খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মে মাস : মা মারীয়ার মাস ও আমাদের করণীয়

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

মা আমাদের প্রাণ, মা পরিবারের প্রাণ বা পরিবারের আত্মা, মা পরিবারের সৌন্দর্য, মা ঘরের 'লক্ষ্মী'। মা ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা চিন্তা করা যায় না; মা ছাড়া কোন পরিবারকেও চিন্তা করা যায় না। সকল সৃষ্টি-জীবনে মায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষকে জন্মদানে, চরিত্র গঠন মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অনন্য যা অন্য কেউ সহজে তা পূরণ করতে পারে না। মায়ের প্রতি সব দেশের মানুষেরই ভক্তি ভালবাসা ও হৃদয়ের টান একটু বেশি লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণ মনস্তাত্ত্বিক, কেননা প্রত্যেক মানুষ এই মায়েরই গর্ভে সাত থেকে সাড়ে দশ মাস অবস্থান করেন - তাও আবার মায়ের শরীর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে গর্ভে বেঁচে থাকেন। এই সময় এবং জন্ম পরবর্তীতে মায়ের কোলে একটা শিশু দীর্ঘদিন অবস্থান করে। বেঁচে থাকার জন্য আদর যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা যে কোন শিশু মায়ের কাছ থেকেই বেশি লাভ করে থাকে। তাই মায়ের প্রতি সন্তানের ভক্তি-ভালোবাসা, হৃদয়ের টান অন্যদের চেয়ে বেশিই হয়ে থাকে। মায়ের উদ্দেশে যতগুলো গান, কবিতা, প্রবন্ধ, বই লেখা হয়েছে, এমনকি, সিনেমা করা হয়েছে, সেই তুলনায় বাবার উপর লেখা ও সিনেমা অনেকই কম।

মায়ের সম্বন্ধে এবং মাকে নিয়ে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের বিখ্যাত উক্তিও কম নয়। কেননা আমাদের জীবনের সংযোগ মায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মায়ের সাথে নাড়ির টানে আমরা অনেক আবেগ অনুভূতি, ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকি। মহান সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছেন, "তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" আমাদের গীতাবলিতে মা মারীয়ার উদ্দেশ্যে অনেক গান স্থান পেয়েছে।

মে মাস মা মারীয়ার মাস বলা হয় কেন?

কাথলিক মণ্ডলী যেমন মে মাসকে 'মা মারীয়ার মাস' বলে থাকেন, তেমনি অন্যদিকে অক্টোবর মাসকে 'পবিত্র জপমালার রাণীর মাস' বলে থাকে। এই দু'টি মাসে তারা ঈশ্বর-জননী মা মারীয়াকে বিশেষ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। এই সময় খ্রিস্টমণ্ডলী ধন্যা মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করার উপর জোর দিয়ে থাকে। সেই উদ্দেশে এই মাস দু'টোতে প্রতি গির্জাতে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি এবং পবিত্র জপমালা প্রার্থনার উপর প্রচার করা হয়। খ্রিস্টভক্তদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়, যেন তারা প্রতিদিন ঘরে ঘরে পরিবারের সকলে মিলে একত্রে পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করেন। ছোটবেলা থেকেই শুনেছিলাম যে, মে মাস মা মারীয়ার মাস এবং এই মাসে মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু কেন মে মাস মা মারীয়ার মাস হিসেবে বিবেচিত, তা জানা ছিল না। তাই আমি এই সম্বন্ধে পাঠকের উদ্দেশ্যে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধন্যা মা মারীয়ার নামে মে মাসকে উৎসর্গ করার ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল। বসন্তের নবায়ন, উর্বরতা ও প্রকৃতির সমৃদ্ধি উদ্‌যাপনের ঐতিহ্য থেকে জীবনের জননী হিসেবে মারীয়াকে সম্মান জানানোর জন্য কাথলিকদের মধ্যে এই ভক্তির দিক গড়ে উঠে। বসন্ত যেমন প্রকৃতিতে নতুন জীবন নিয়ে আসে, তেমনি ধন্যা মা মারীয়া যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে জগতে নতুন জীবন এনেছিলেন। মে মাস বসন্তের পূর্ণতার প্রতীক, যা নতুন জীবন, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এগুলো আধ্যাত্মিকভাবে মা মারীয়ার জীবনকে নির্দেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেসুইটদের দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই মাসে জপমালা প্রার্থনা, মাতা মারীয়ার প্রতিকৃতিতে মুকুট পরানো এবং পুষ্প নিবেদনের মতো মারীয়া কেন্দ্রিক ভক্তিমূলক প্রথাগুলো পালিত হয়।

মে মাসে বিশেষ ভক্তির প্রকাশ সমূহ:

● মা মারীয়াকে স্বর্গের রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাঁর মূর্তিকে ফুল দিয়ে মুকুট পরানো হয়।

● ধন্যা মা মারীয়ার পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বাড়িতে ও গির্জায় বেদী ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

● মে মাস জুড়ে গির্জায় ও বাড়িতে বাড়িতে প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করা হয় এবং বিশেষ মারীয়ার গান ও প্রার্থনা করা হয়।

ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তির কারণসমূহ

ধন্যা কুমারী মারীয়াকে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

প্রথমত: তিনি মুক্তিদাতা যিশুর মা। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল কুমারী মায়ের কাছে সেই সুসংবাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন: "---তুমি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে,--- তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে" *(লুক ১:৩১,৩২)*। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, মানব পরিত্রাণের জন্যে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনায় মা মারীয়ার বিশেষ ভূমিকা।

দ্বিতীয়ত: পরম আশিস ধন্যা কুমারী মারীয়া, অর্থাৎ তিনি পবিত্রতায় পূর্ণা *(লুক ১:২৮)*, যা তাঁকে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের পাত্রী রূপে পূর্ণ করে তুলেছে।

তৃতীয়ত: ধন্যা মারীয়া গভীর বিশ্বাসী নারী। তাঁর জীবন ঈশ্বরের হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দেন, তাঁর নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেন এবং ঈশ্বরের কাছে একজন বিনম্র 'দাসী' রূপে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন: "আমি প্রভুর দাসী মাত্র। আপনি যা বলেছেন আমার প্রতি তাই হোক" *(লুক ১:৩৭)*। ঈশ্বরের প্রতি ধন্যা মারীয়ার এ গভীর বিশ্বাসের বিশ্বাস পূর্ণ আত্মসমর্পণের কারণেই তার জ্ঞাতি বোন তাকে বলেছিলেন ধন্য সে নারী যে বিশ্বাস করেছে যে প্রভু নামে তাকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে" *(লুক ১:৪৫)*।

চতুর্থত: ধন্যা মারীয়া আমাদের জন্যে অনুনয়কারিণী। কানা নগরের দরিদ্র পরিবারের বিবাহ ভোজে খাবারের মাঝখানে যখন তাদের দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং নিমন্ত্রিত অতিথিগণ পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন নি, তখন মা মারীয়া তাঁর পুত্র যিশুর কাছে এই গরিব পরিবারটির কষ্ট ও অপমানের কথা যিশুর কাছে তুলে ধরে বলেন, "ওদের আর দ্রাক্ষারস নেই' *(যোহন ২:৩)*। তারপর কর্মচারীদের বলেন, "উনি তোমাদের যা'কিছু করতে বলেন তোমরা তাই কর" *(যোহন ২:৫)*।

মা মারীয়ার প্রতি আমাদের ভক্তি: "অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টানদের মধ্যে মারীয়া একজন শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেন, এবং বিভিন্ন যুগে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন রীতি প্রচুর বৃদ্ধি পায়। কাথলিক ও অর্থডক্সদের মধ্যে তাঁর প্রতি ভক্তি আধ্যাত্মিকতায় ও চিত্রাঙ্কনে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।"

--- তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অনেক প্রার্থনা, ধর্মীয় গান, বিভিন্ন ভক্তি এবং বিভিন্ন পর্ব সমূহ গড়ে ওঠে। অনেক গির্জা, ক্যাথিড্রাল, বিভিন্ন ধর্ম সংঘ, এমনকি পুণ্য বর্ষসমূহ তাঁর নাম অনুসারে রাখা হয়।"

ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে স্বর্গীয় পোপ ষষ্ঠ পল তাঁর ক্রোড়পত্র "Marialis cultus" এ বলেন, "ধন্যা মারীয়ার প্রতি মণ্ডলীর ভক্তি প্রদর্শন খ্রিস্টীয় উপাসনার অপরিহার্য অংশ।"

আমরাও একই বিশ্বাসে মা মারীয়ার কাছে বিপদে আপদে আমাদের কষ্ট-বেদনার কথা তুলে ধরি এবং তাঁর সহায়তা যাচ্না করি। ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তির উপর

(বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

মায়ের সাথে জীবন পথে

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

শহর কিংবা গ্রামে বর্তমানে একটি দৃশ্য বেশ কমন। একজন মা তার সন্তানের পাশে পাশে থেকে স্কুল ব্যাগ বা হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। এ ধরণের দৃশ্য আমাকে বেশ আনন্দ দেয়। কেননা মা তার হাজারো কাজের মধ্যেও সন্তানের পাশে থাকতে চান এবং সন্তানকে নিরাপত্তা দিতে চান। তাইতো দেখা যায়, সন্তান ব্যাগ বহনে সক্ষম হলেও মায়েরা নিজেরাই সে ব্যাগ বহন করছে। এমনও দেখা যায়, সন্তানের ছুটি হবে ২/৩ ঘন্টা পরে, ততক্ষণ মা স্কুলের পাশে ফুটপাতে, দোকানের পাশে কিংবা উপযুক্ত খোলা জায়গায় অবস্থান করছে। লজ্জা, ভয় বা কাজের ব্যস্ততা বাদ দিয়েই তা করছে। যাতে করে সন্তানের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে পারে। আসলে মায়েদের এ বোধ প্রকাশ করছে যে, একজন মা তার সন্তানের জীবনকে সুরক্ষা দেওয়াসহ সন্তানের জীবন আলোকিত করতে চান। সঙ্গত কারণে নিজের সকল কষ্ট ভুলে সকল অবস্থায় সন্তানের পাশে থাকেন। আসলে মায়েরা এমন-ই নিজ জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের জীবন সুন্দর, নির্মল ও নির্ঝঞ্ঝাট করতে চান। স্বামী-স্ত্রী'র ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে সন্তান ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে পিতামাতা লাভ করেন তারা চান, বিশেষভাবে মা চান যেন তাদের সন্তান সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম হয়। তাই মা তার সর্বোচ্চটা দিয়ে সন্তানকে সর্বোত্তম হিসেবে গড়ার চেষ্টা করেন। যদিও সবসময় সফল হতে পারেননা কিন্তু চেষ্টার কমতি রাখেন না।

আসলে মানব জীবনের শুরু মায়ের গর্ভধারণের মধ্য দিয়ে। জন্মের আগেই মা তার সন্তানকে অনুভব করেন, তাকে সমস্ত ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে তাকে আগলে রাখেন ও গড়ে তোলেন। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই সন্তানের সঙ্গে মায়ের এক গভীর, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মের পর সন্তানের প্রথম আশ্রয় হয় মায়ের কোল। সন্তানের একটু কষ্ট দেখলেই মায়ের হৃদয় ব্যথিত হয়, আর সন্তানের সুখেই তিনি খুঁজে পান নিজের আনন্দ। সন্তানের বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। হাঁটা শেখা, কথা বলা, ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝা–সবকিছুতেই মা তার প্রথম শিক্ষক। জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোতে মা সন্তানের পাশে থেকে তাকে সাহস জোগান, ভুল পথে গেলে সঠিক দিকনির্দেশনা দেন। তার কোমল স্পর্শে সন্তান খুঁজে পায় নিরাপত্তা, তার মমতায় পায় জীবনের প্রতি নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি।

জীবনের সংগ্রামী পথেও মা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ব্যর্থতা, হতাশা বা বিপদের মুহূর্তে মায়ের একটি সান্ত্বনার কথা আমাদের নতুন করে সাহস জোগায়। তিনি আমাদের শেখান ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং আশাবাদী হতে। অনেক সময় নিজের কষ্ট লুকিয়ে রেখে সন্তানের সুখের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন মা। সময়ের সাথে সন্তান বড় হয়, নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেয়। কিন্তু মায়ের স্পর্শ কখনো মুছে যায় না। দূরত্ব যতই বাড়ুক, মায়ের ভালোবাসা ততই গভীর হয়। সন্তানের সফলতায় তিনি গর্বিত হন,

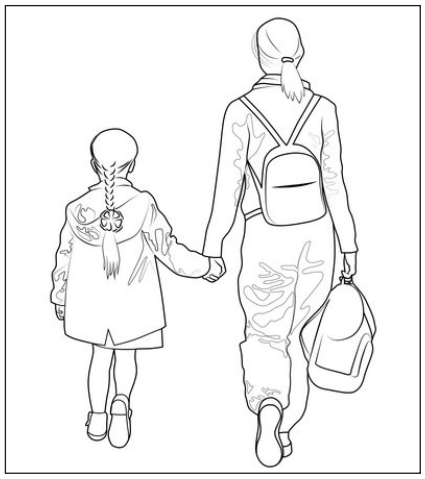

আর ব্যর্থতায় হয়ে ওঠেন তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। মা কখনো সন্তানকে ছেড়ে যান না– তার প্রার্থনা, স্মৃতি এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসে থাকে সন্তানের উপস্থিতি।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খুব সৌভাগ্যবান। কেননা তারা জাগতিক মায়ের যেমনি সান্নিধ্য, সাহচর্য, সেবা ও সহায়তা পান তেমনি আধ্যাত্মিক মা কুমারী মারীয়ারও নিত্য সহায়তা লাভ করেন। মা মারীয়া শুধু যিশু খ্রিস্টের জননীই নন, বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনার এক অনন্য অংশ। যিশুর জীবনপথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি গভীর তাৎপর্য বহন করে। একইভাবে, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে মা মারীয়ার উপস্থিতি- বিশ্বাস, ভক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

যিশুর জীবনের সূচনা ঘটে নাজারেথের একজন কুমারী মারীয়ার 'হ্যাঁ' বলার মাধ্যমে। ঈশ্বরের দূত গাব্রিয়েলের বার্তা গ্রহণ করে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। বেথলেহেমে যিশুর জন্মের সময় থেকে শুরু করে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও অপ্রকাশ্য জীবন–সবক্ষেত্রেই মা মারীয়ার স্নেহময় উপস্থিতি ছিল অবিচ্ছেদ্য। যিশুর প্রকাশ্য কার্যকালেও মারীয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কানানগরের এক বিবাহে মায়ের অনুরোধেই যিশু প্রথম অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন, যা তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রকাশ ঘটায়। আবার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় মারীয়া তাঁর পুত্রের পাশে থেকে যে অসীম দুঃখ ও ধৈর্যের পরিচয় দেন, তা মানব ইতিহাসে এক বিরল উদাহরণ। এই সময়েই যিশু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে মারীয়ার কাছে এবং মারীয়াকে সকল বিশ্বাসীর মা হিসেবে অর্পণ করেন।

আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনেও মা মারীয়া এক স্নেহময়ী মাতার ভূমিকা পালন করেন। তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় বিনয়, পবিত্রতা, ধৈর্য ও ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে। নানা বিপদ-আপদে আমরা যখন হতাশ হয়ে পড়ি, তখন মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে আমরা সান্ত্বনা ও সাহস লাভ করি। মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে কেউ বিফল হয়েছে একথা শোনা যায়নি। যিশু নিজে তাঁর মাকে আমাদের মা করে দিয়েছেন। একজন জাগতিক মায়ের মতোই মা মারীয়া প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীকে আগলে রাখেন ও জীবন পথে চলতে সহায়তা করেন। শুরুর দিকে মণ্ডলী যখন নির্যাতিত হচ্ছিল তখন ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্যদের সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে একত্রিত করে রেখেছিলেন মা মারীয়া। ঠিক একইভাবে বর্তমান কঠিন সময়েও মা মারীয়া আমাদের পাশে আছেন এবং আমাদেরকে জীবন পথে চালিত করবেন।

জীবনের একটি পর্যায়ে এসে আমরা বুঝতে পারি, জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে মায়ের অবদান কতটা গভীর। আসেল জীবনপথে মায়ের সঙ্গ আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যিশুর জীবনপথে যেমন মা মারীয়ার উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল, তেমনি আমাদের খ্রিস্টান জীবনেও মা মারীয়ার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আরও বিশ্বস্ত হতে পারি এবং একটি পবিত্র ও অর্থবহ জীবন যাপন করতে সক্ষম হই। তাই আসুন, আমাদের জীবনে জন্মদাত্রী মা ও আধ্যাত্মিক মা উভয়কেই সাথে রাখি ও সুন্দর জীবন গড়ি।

মারীয়া দয়াময়ী জননী

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

কুমারী মারীয়া হলেন দয়াময়ী জননী। বাংলা শব্দ 'দয়া'র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Mercy আর এর ল্যাটিন শব্দ হলো Misercordia। এই শব্দটি আবার Misery ও Cordia এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। Misery এর মানে হলো হতভাগ্য, দুঃস্থ অবস্থা, Cordia মানে Heart যার বাংলা হলো হৃদয়। আর হিব্রু 'Ra-hammin'(রাহ্-মীন) এর অর্থ হলো হৃদয় বা গর্ভ। এর দ্বারা মাতৃত্বের সেই গভীরতম আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়। এর দ্বারা মায়ের সেই ভালবাসা, আত্মত্যাগ ও গভীর মমত্ববোধ প্রভৃতিকে বুঝানো হয়। তাই দয়া বলতে সেই ভালবাসাকে বুঝাই যা হতভাগ্য দরিদ্র, দুস্থদের আলিঙ্গন করে এবং তাদের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। মা মারীয়ার জীবনের দিকে তাকালে সেই অবস্থা দেখতে পাই। তিনি ভালোবাসা দিয়ে সকলকে বুকে টেনে নিয়েছেন এবং অভাবী, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মণ্ডলীতে মা মারীয়ার একটা বিশেষ গুরুত্ব ও স্থান রয়েছে এবং মা মারীয়া যে দয়ার জননী তা আমাদের নিকট নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা "প্রণাম রাণী" প্রার্থনায় মা মারীয়াকে বলি, "দয়াময়ী জননী"। আবার ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্তবের মধ্যে আছে, "দয়াময়ী কুমারী" আর "তিন প্রণাম মারীয়ার নভেনা" প্রার্থনার মাঝেও আছে, "হে দয়াবতী ও স্নেহবতী মাতা" এই প্রার্থনার শেষের দিকে আছে, "হে স্নেহময়ী, হে দয়াময়ী, হে মধুময়ী কুমারী মারীয়া"। মা মারীয়া প্রথমে ঈশ্বরের দয়া লাভ করেছেন, পরে তিনি নিজেই দয়া দান করেছেন। মা মারীয়া যে দয়াময়ী সেই সম্বন্ধে সাধ্বী ফস্টিনা তার ডাইরিতে (৩৩০) লিখেছেন, "একদা একজন আমাকে তার জন্য মা মারীয়ার নিকট প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তার জন্য আমি ঈশ্বর জননী মারীয়ার নিকট নভেনা প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলাম, নয় বার "প্রণাম রাণী" প্রার্থনাটি করছিলাম। নভেনা প্রার্থনার শেষে দেখতে পেলাম শিশু যিশুকে নিয়ে মারীয়া দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে অবাক হলাম আর তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে গেলাম। তারপর আমি একটি বাক্য শুনতে পেলাম; আমি শুধু স্বর্গের রাণী নয়, কিন্তু দয়ার মাতা এবং তোমার মা।" সুইডেনের সাধ্বী ব্রিজিতার কাছেও মা মারীয়া ব্যক্ত করেছেন যে, "আমি স্বর্গের রাণী এবং দয়ার মাতা। আমি ন্যায্যতার আনন্দ, এবং সেই দরজা যার মধ্য দিয়ে পাপীদেরকে ঈশ্বরের কাছে আনা হয়।" পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার "দিভেস ইন মিজেরিকর্দিয়ে" (Dives in misericordia) পত্রে লিখেছেন, "মারীয়া এমন একজন ব্যক্তি যিনি ব্যতিক্রমভাবে দয়ার অভিজ্ঞতা করেছেন। তাঁর মত আর কেউই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেননি" (Dives in misericordia, sec 9)। মা মারীয়া দয়ার জননী তা আমরা দুইভাবে বুঝতে পারি। প্রথমত, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়া লাভ করেছেন। তিনি দয়ার পাত্র। তিনি 'দয়ার মুখচ্ছবি' সেই যিশু খ্রিস্টকে গ্রহণ ও ধারণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সেই দয়া অন্যের সাথে সহভাগিতা করেছেন এবং অন্যের মঙ্গলের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন।

মা মারীয়া ঈশ্বরের দয়ায় পূর্ণা। তিনি "প্রসাদ পূর্ণা" ও "পরম আশিস ধন্য", তিনি "নারীকুলে ধন্যা" ও "অনুগ্রহীতা" *(লুক ১:২৮)*। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়া লাভ করেছেন। ঈশ্বর এই সাধারণ নারীকে অসাধারণ করেছেন, তাঁকে ঈশ্বরের মা হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। ঈশ্বরপুত্র যিশুকে গর্ভে ধারণ করা মা মারীয়ার জীবনে ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ দয়া ও অনুগ্রহ লাভ। কালের পূর্ণতায় তিনি কুমারী হয়েই ঈশ্বরের মা হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অদৃশ্য দয়া যেন আমাদের নিকট মূর্তমান ও দৃশ্য হয়ে উঠেছে। মারীয়া দয়া লাভ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। দূত সংবাদের মধ্য দিয়ে তিনি বিশেষ দয়া লাভ করেছেন। সেই দয়া উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন, ঈশ্বর এই দীনদাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, আমার জন্য কত মহান কাজই না করেছেন, গর্বিত হৃদয় যারা তাদের চারদিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, নৃপতিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনেছেন, দীন মানুষকে বসিয়েছেন উচ্চ আসনে, ক্ষুধার্তকে পরম দানে পরিতৃপ্ত করেছেন, ধনশালীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে। তিনি যুগে যুগে তাদেরই দয়া করেন যারা তাকে সম্ভ্রম করেন।

মা মারীয়ার জীবনে দয়ার প্রকাশ মঙ্গলসমাচারে দেখতে পাই আমরা। তিনি যখন স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েলের কাছ থেকে জানতে পারলেন তার জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথ বৃদ্ধা বয়সে গর্ভবতী হয়েছেন। তখনই তিনি বোন এলিজাবেথের কাছে ছুটে গিয়েছেন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে যুদেয়ার একটি শহরে যার নাম সম্ভবত বর্তমানে আইন-কারিম যা জেরুসালেমের পশ্চিম দিকে ছয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নাজারেথ থেকে সেখানে হেঁটে গেলে চারদিন লাগে। সেই দূরত্ব অতিক্রম করে মা মারীয়া তার বোন এলিজাবেথকে সাহায্য করতে গিয়েছেন *(লুক১:৩৯)*। তিনি অনুভব করেছেন তার সাহায্য প্রয়োজন। তিনি দয়ার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এখানে এলিজাবেথের প্রতি মা মারীয়ার দয়া প্রকাশিত হয়েছে। মা মারীয়া কানা নগরের বিয়ে বাড়িতে গৃহকর্তার প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। কানা নগরের বিয়ে বাড়িতে মা মারীয়া লক্ষ্য করলেন গৃহকর্তার দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেছে *(যোহন ২:১-১২)*। এমতাবস্থায় গৃহকর্তার মান সম্মান ধূলায় মিশে যাবে, গৃহকর্তা অপমানিত হবেন। মা মারীয়া এই করুণ পরিণতিতে কিছু একটা করার তাগিদ উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি যিশুর কাছে গিয়ে গৃহকর্তার জন্য অনুগ্রহ যাচ্না করেছেন। গৃহকর্তাও দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং অভাব দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলেছেন। আর যিশু তার মায়ের কথায় জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছেন। এমনিভাবে মা মারীয়া গৃহকর্তাকে দয়া করেছেন এবং অন্যের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তিনি দয়াপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন। বারো বছর বয়সে যিশু মন্দিরে হারিয়ে গেলেও মা মারীয়া তাঁর প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। বারো বৎসর বয়সে যিশু মন্দিরে গিয়ে মা বাবার কাছ থেকে হারিয়ে যান। তিনদিন পর তাঁর মা-বাবা তাঁকে খুঁজে পান। মারীয়া তাঁর পুত্র যিশুকে দয়ার পরশে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তিনি তাঁর প্রতি কোন রাগ দেখাননি। তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের জন্য ক্রুশীয় যাতনাভোগ ও মৃত্যুর দ্বারা নিঃস্বার্থ নিবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টের প্রতি মা মারীয়া যাতনাভোগী যিশুর প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। অন্যেরা যিশুকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু মারীয়া যিশুর যাতনাভোগের সময়ও ছিলেন *(যোহন ১৯:২৫-২৮)*। "এদিকে যিশুর মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া এবং মাগদালার মারীয়া তখন ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন *(যোহন ১৯:২৫)*।" ক্রুশের যাত্রায় মারীয়া যিশুর সাথে পথযাত্রী হয়েছেন। মারীয়া ক্রুশ বহন করেছেন অন্তরে ও হৃদয়ে। মারীয়া মুক্তি কার্যে সহযোগিতা করে তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রিয় পুত্রকে মুক্তিদাতারূপে দান করে তিনি আমাদের প্রতি কতই না দয়া দেখিয়েছেন। মা মারীয়া যিশুর মৃত্যুর পর শিষ্যদের আগলে রেখেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা ও আশা যুগিয়েছেন। তাই দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহের 'খ্রিস্ট মণ্ডলী' নামক দলিলে মা মারীয়াকে 'মণ্ডলীর প্রতীক' ও 'সহমুক্তিদায়িনী'রূপে উল্লেখ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, "প্রসাদীয় জীবন-ব্যবস্থায় মারীয়ার এই মাতৃত্ব দূত সংবাদকালে তাঁর বিশ্বস্ততায় সম্মতি দেয়ার মুহূর্ত থেকে–যে সম্মতি তিনি ক্রুশের তলায়ও স্থির রেখেছেন–মনোনীতদের জন্য শাশ্বত পূর্ণতা লাভের মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরামভাবে অব্যাহত রয়েছে। স্বর্গে উন্নীতা হয়ে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ তিনি পরিত্যাগ করেননি।"

জীবন নির্বাহ

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য কতটা মূল্যবান তা সময় ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে, যা সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি, গতি ও কর্ম দ্বারা সম্পন্ন করে। জীবন-নির্বাহ পরিক্রমায় মানুষের জীবনে ঘটে নানা রকম ঘটনা, দুর্ঘটনা, পরিবর্তন, অর্জন ও বর্জন। জন্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাই, কাঙ্ক্ষিত বিষয় পাওয়া হয়ে গেলে নতুন আকঙ্ক্ষায় হাত বাড়াই। জন্মের পর যে নবজাতক শিশু আর কিছু না বুঝলেও তার ক্ষুধা মিটাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য অস্থির থাকে, মায়ের দুধ না দেয়া পর্যন্ত তাকে শান্ত করা যায় না; সেই শিশু বড় হতে হতে কত কিছু যে পেলো, কত হারালো, কত না পাওয়ার দুঃখ বয়ে বেড়ালো তার কোনো হিসেব নেই। বৃদ্ধকালে, এমন কি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও একটা স্বস্তির-আরামদায়ক জীবন ও নির্ভরতার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল থাকে। মানুষ সব কিছু পেয়েও চিরকাল না পাওয়ার ব্যথা নিয়ে বাঁচে, অর্থ-সম্পদ-যশ কোনোকিছুর প্রাপ্তিই তার এই ব্যথা হ্রাস করতে পারে না। মনে হয় আমাদের জন্মই হয়েছে কেবল পাওয়ার নেশায় ছুটে চলার জন্য। প্রাপ্তির পূর্ণতায় মানুষের মন ক্ষণিক আনন্দে উৎফুল্ল থাকে, আত্মা তৃপ্ত হয়; আবার না পাওয়ার কষ্টও তাকে ততটাই ব্যথিত করে তোলে। চাওয়া পাওয়ার মাঝখানের এই যে ব্যবধান তার গভীরে নিহীত থাকে মানুষের চিরন্তন জীবন যাত্রার অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ; জীবনে এই চাওয়া-পাওয়ার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই কেবল সন্তুষ্ট থাকা যায়। "যত বেশি চাইবে, তত বেশি অশান্ত হবে। অল্প চাওয়াই মানুষকে বেশি সুখি করে"- দার্শনিক সক্রেটিসের এই মূল্যবান কথাটি সকল অবস্থায় আমাদের মনকে স্থির রাখতে পারে।

জীবন যাত্রায় সকল চাওয়াই যদি অতি সহজে পূর্ণতা পেতো তবে মানুষ হয়তো জীবনের গভীরতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারতো না। বর্তমান সময়ের জন্য আমরা যেমন ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠি তেমনি ব্যাকুল ও অস্থির থাকি ভবিষ্যতের চিন্তা করে। আমাদের সকলের কর্ম ও গতিময় জীবনের মূল লক্ষ্য হলো অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে সুন্দর ও স্বপ্নময় জীবন উপভোগ করা, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। জীবনে যত রকম লক্ষ্যই থাকুক তা পূরণের একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ারই হলো অর্থ; আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের পূর্ব শর্তই হলো অর্থ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য অর্থের বিকল্প আর কিছু নেই। "অর্থ ছাড়া আমাদের জীবন পথে পড়ে থাকা কুকুর বিড়ালের মতো"-শুনতে খারাপ লাগলেও এটিই চরম সত্য। কেবল অর্থের অভাবে পথে ঘাটে অসহায় ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত মানুষদের পড়ে থাকতে দেখে এর সত্যতা আমরা বুঝতে পারি। তবে টাকা উপার্জন ও তা সঞ্চয় করাই কেবল নিশ্চিত সুখের নয় বরং সেই টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করার মধেই রয়েছে আসল সুখ, আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য। কেউ কেউ টাকা জমিয়ে আনন্দ পাই কেউ আবার আনন্দ পাই টাকা উড়িয়ে। টাকার সঠিক ব্যবহার না করলে আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ নষ্ট হতে সময় লাগে না। আমরা অনেকেই একান্ত প্রয়োজনেও খরচ করতে দ্বিধাবোধ করি, মানুষকে অর্থের সাহায্য দিতে অনিহা প্রকাশ করি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থের বিনিময়ে মানবিক কাজ করতে আগ্রহী হই না; এসবের একমাত্র কারণ নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা; ভবিষ্যতের জন্য সাশ্রয়ের কথা ভেবে কৃপণ হয়ে উঠি, অতি চিন্তায় দুঃখার্ত হয়ে পড়ি। দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করার পর অতিরিক্ত অর্থ আমরা সঞ্চয় বা গচ্ছিত রাখি ভবিষ্যতের চিন্তা করে যেনো বিপদের সময় এই সঞ্চয় আমাদের আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করে, অবসর জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই অর্থ-ধনসম্পদ সঞ্চয় করা ছাড়াও যে আমরা নিশ্চিত জীবন যাপন করতে পারি তারই বিষয় আমাদের পবিত্র বাইবেলে বলা আছে, "তাই তোমরা আগামীকালের কথা ভেবে এখন দুশ্চিন্তা করো না! আগামীকাল তার নিজের ভাবনা নিজেই ভাববে; প্রতিটি দিনের পক্ষে প্রতিটি দিনের বোঝাই তো যথেষ্ট" *(মথি ৬:৩৪)*। এই শক্তিশালী বাণীর অবশ্যই তাৎপর্য রয়েছে। বাস্তবিক অর্থে সঞ্চিত অর্থ ও ধনসম্পদ হয়তো স্বাচ্ছন্দ্য আনে, কিন্তু সুখ ও শান্তি আনে না। আমরা নিত্যদিনের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে যদি তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারি, মানবিক কর্মকাণ্ডে আর্থিক যোগান দিতে পারি, মানুষ ও সকল প্রাণীর কল্যাণে অর্থ ব্যয় করতে পারি তবে সঞ্চিত ধনের চেয়ে আত্মার সঞ্চয় বহুগুণ বেড়ে যাবে, আমাদের জীবন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে, শ্বাস-প্রশ্বাসও শান্ত-স্বাভাবিক গতিতে চলবে। কারণ আধ্যাত্মিক সুখ-শান্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছে যারা অর্থ নয়, কেবল আত্মার প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে সুখে জীবন যাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে; বিশ্বাস করি তারা ভাবের লোক, সরাসরি ঈশ্বরের লোক! তারা বিশ্বাস করে পবিত্র বাইবেলের শক্তিশালী এই বাণীর মন্ত্রে- 'তোমরা নিজেদের জন্যে এই পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করো না; কেননা এখানে পোকা আর মরচে সবকিছুই নষ্ট করে, এখানে চোর এসে সিঁদ কেটে চুরি করে! তোমরা বরং ধন সম্পদ সঞ্চয় কর স্বর্গলোকে; কেননা সেখানে পোকা ও মরচে কোন কিছুই নষ্ট করে না, চোরও সিঁদ কেটে চুরি করতে আসে না। যেখানে তোমার ধন সম্পদ, তোমার মনটাও তো সেখানে পড়ে থাকবেই!" *(মথি ৬:১৯-২১)*। স্বর্গে ধনসঞ্চয় করার এই কথাগুলো আমাদের জীবনকে সঞ্জীবিত করে। আমাদের ভাবনা দিনের মধ্যে স্থির থাকুক কারণ ভবিষ্যতের চিন্তা আমাদের মনকে বড় বেশি অশান্ত করে তোলে। সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকার নামে, তাতে যদি ভয় না পেয়ে শান্ত থাকতে পারি তবে জীবনের সকল পর্যায়েও শান্ত থাকা যায়! পরিমিত পরিশ্রম আর সততায় ডুবে থাকলে সময়মত ঠিক জেগে ওঠা যায়।

উপার্জন হোক নিত্যদিনের বেঁচে থাকার কেবল একটি অবলম্বন মাত্র; তা যেনো কোনোভাবেই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান না হয়ে ওঠে। অধিক অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েও মানুষকে অসম্মানে, অযত্নে, অজ্ঞানে, জীবন যাপন করতে দেখি; আবার অর্থহীন-দরিদ্রকেও দেখি সূর্য ডোবার সাথে সাথে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে যেতে, প্রবল শক্তিতে আবার জেগে উঠতে। আমরা নিজেদের ও সন্তানের ভবিষ্যত ভেবে যেভাবে অর্থ ও ধন সম্পদ সঞ্চয়ের কথা ভাবি, ঠিক একইভাবে জীবন নির্বাহে আমরা সকলে যেনো ধীরস্থির থাকি, সন্তানকে যেনো সুশিক্ষায় গড়ে তুলি।

(০৫ পৃষ্ঠায় বাকি অংশ)

অনেক সাধু-সাধ্বীগণ জোর দিয়েছেন এবং এই ভক্তি প্রচার করেছেন। Grignion de Montfort তাঁর লিখিত বিখ্যাত বই True Devotion to the Virgin Mary বইতে তিনি বলেছেন, "মারীয়ার প্রতি ভক্তি ঈশ্বরের সাথে মিলনের কঠিন পথ মধুর ও সহজ করে তোলে।"

আমরা খ্রিস্টানগণ যেই মণ্ডলীর হই না কেন, আমরা যিশুর মাতাকে আমাদের নিজের মা হিসাবেই গ্রহণ করি, ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। আমরা এ-ও স্বীকার করি যে, তিনি সকল মায়ের শ্রেষ্ঠ মা, এমনকি আমাদের জন্মদায়িনী মায়ের চেয়ে তিনি মহান। কাজেই, ধন্যা মা মারীয়ার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা একান্ত অবশ্যক।

সহায়িকাসমূহ:

1. দ্রষ্টব্য: Google : History of May as the month of Mary, AI overview.

2. Kathleen Coyle, 'The influence of Mary in the Christian tradition' in Mary in the Christian tradition, Quezon City, Philippines 2006, p.1.

3. Therese Johnson Borchard, 'Marian Devotion' in Our Blessed Mother, New York, 1999, p.72

4. MARY' in the new dictionary or Catholic speciality, Collegeville, Minnesota, 1993, p.638

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ

জন ববি রোজারিও

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ আবহমান গ্রাম বাংলার এক সাধন-ভজন ও দর্শন ভিত্তিক সম্প্রদায় ও মতবাদ। বাংলার প্রায় সর্বত্রই বাউলদের কম বেশী দেখা গেলেও কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, যশোর এবং পাবনা অঞ্চলে এদের বেশি দেখা যায়। বাউল দর্শন বাংলার লোকজ দর্শন। "বাউল মত বাংলার ধর্ম, বাঙালির ধর্মী একান্তভাবে বাঙালির মানস ফসল।" বাউল মতবাদ বাঙালির একটি মরমী চিন্তাধারা। বাউল সাধনা দেহ ভিত্তিক গুপ্ত সাধনা; একটি সাধন-ভজন গোষ্ঠী; উনারা গ্রামে-গঞ্জে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই মতবাদে বৌদ্ধ সহজিয়া-বিশেষত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে, বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তির প্রভাব আছে, আছে সুফি সাধনার সমাবেশ। বাউল মতবাদে ও সম্প্রদায়ের কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, নেই কোন ধর্মবিশ্বাস। মূর্তিপূজা, বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথায় তারা অবিশ্বাসী। তারা মানবতাবাদে (Humanism) বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস জন্মগতভাবে কেউ বাউল নয়, গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে বাউল হতে হয়।

বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বেশ কিছু মতামত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পনের শতকের শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জুলেখা', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', ষোলো শতকের বাহরাম খানের 'লাইলী-মজনু', এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার আছে। এতে আমরা অনুমান করতে পারি যে অন্ততঃপক্ষে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বা তার আগে থেকেই বাংলাতে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।

'বাউল' শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে বুঝাতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেনি। সংস্কৃত 'বাতুল' অর্থাৎ উন্মাদ শব্দের প্রাকৃত রূপ নিয়ে 'বাউল' শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাউলরা সমাজের সাধারণ লোকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে করায় (অর্থাৎ তাদের সাধন-ভজন অস্বাভাবিক) বাউলরা সাধারণ জীবনযাত্রার বাইরে থাকে; তাই বাউল সম্প্রদায়কে তারা পাগল বা ক্ষ্যাপা বলে। মতান্তরে, মধ্যযুগের সতেরো আঠারো শতক পর্যন্ত 'বাউল' কথাটি বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মাদ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হত। কেউ কেউ বাউলকে আকুল শব্দজাত আউল শব্দের সমার্থক বলে মনে করেন। এ মতে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সাধকরা আউল বা 'আউলিয়া' স্বরূপ। কারো কারো মতে সংস্কৃত বাতুল (উন্মাদ) থেকেই বাউল কথাটির উদ্ভব। আবারো অন্য কারো কারো মতে বাউল শব্দের উদ্ভব বাউর (ক্ষ্যাপা) থেকে। এ ছাড়া ব্যাকুল, বজ্রকুল প্রভৃতি শব্দকেও বাউলের উৎসমূল বলে মনে করা হয়। মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা 'বাউল' মতে যোগ দিতে গেছে; তাদেরকে 'বে-শরাহ–ফকির' বলা হয়। 'বে-শরাহ' শব্দের অর্থ শরীয়ত বা আনুষ্ঠানিক ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামের ৫টি স্তম্ভ, যথাক্রমে: কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ও অন্যান্য রীতি রেওয়াজ) যারা পালন করে না, ফকির হিসেবে জীবন যাপন করে, তাদেরকে 'বে-শরাহ-ফকির' বলা হয়।

ভিন্ন মতে, মধ্যযুগে খোদাপ্রেমে মাতোয়ারা এবং বাহ্যিক প্রেমে উদাসীন ব্যক্তিকেই সাধারণ 'বাউল' বলা হতো। 'বাতুল' বা ব্যাকুল থেকে বাউল শব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে অর্থাৎ খোদাপ্রেমে যারা পাগল; অথবা আরবি শব্দ আউল (যার অর্থ - যারা খোদার একান্ত সেবক) বা হিন্দি শব্দ বাউর (যার অর্থ বায়ুরোগ গ্রস্থ) শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা ইতিহাস যদি দেখি তাহলে দেখব, এই বাংলায় সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়, তান্ত্রিক মতবাদ, সনাতনীদের বিভিন্ন বর্ণবাদীর অবস্থান, ইসলামের আগমন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উদ্ভব একাধারে এবং ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে এবং অবস্থান রয়েছে। এ সকল সম্প্রদায় এবং মতবাদের মানুষের সহাবস্থান যেমন ছিল; তেমনি মাৎস্যায়ন প্রথা (অর্থাৎ বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলা) অনুসারে যারা সংখ্যায় বড় অথবা বর্ণ বা জাত অনুসারে বড়, তারা ছোট জাত বা সংখ্যায় কম, তাদের উপর নানান রকম নির্যাতন (শারীরিক বা মানসিক) করত। এক বর্ণের মানুষ আরেক বর্ণের মানুষের সাথে মেলামেশা করলে জাত যাবে; এ ধরণের প্রবণতাও ছিল। এ সবের উর্ধ্বে মানবতার জয়গান করেছে এই বাউল মতবাদ।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রহস্যবাদী সাধক, যারা বাউল নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঐ নামে একটি উপসম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সহজযানীর উত্তর-সাধক মূলত আত্মমোক্ষ ও আধ্যাত্মবাদী (মতান্তরে দেহাত্মবাদী) এবং তাঁরা অনেক উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মবাদী ও দেহাত্মবাদী সঙ্গীত রচনা করেন। বাউলবাদ বাংলাদেশের একটি মরমী চিন্তাধারা। এ ধর্ম সাধনা কিছু গুহ্য যোগক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বাউলরা আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, জগৎ সংসারকে উপেক্ষা করেন এবং সামাজিক আচার আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে চলেন। বাউলরা সমাজের সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে অনিচ্ছুক। তাদের সাধনা ও আচার ব্যবহার সাধারণ লোকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তাই তারা সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকে।

বাউল সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি প্রধানত দেহভিত্তিক। "এই দেহতে কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন, এই দেহাভ্যান্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলা-নাট্য প্রকাশ করিতেছেন", তাই তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, বাউল সবাই দেহচর্যকেই মূলব্রত করেছে। সহজমতে আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন, সে সুখ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগজনিত সুখ। সহজমতে ও বাউলমতে নারী শক্তিই মূখ্য।

দেহ সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে সামনে আনে: একটি হলো আত্মসত্তা আর অন্যটি হলো এ আত্মসত্তার মুক্তি। আত্মসত্তা-সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভেদ বাংলার ভাবুক গোষ্ঠীগুলোকে সত্তার মুক্তির ধারণাতেও পরস্পর থেকে আলাদা করেছে।

আত্মসত্তা কথাটি বললে যা বোঝায়, প্রশ্ন ওঠে, সেই আত্মসত্তার কার? যে চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ বা আশা নিয়ে আত্মসত্তা বা চেতনায় নির্মাণ, সেসব চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ বা আশা কে করেন? অর্থাৎ মুক্তির জন্য যে সাধনা, সেই মুক্তি কার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এমন এক সত্তার কল্পনা করা হয়ে থাকে যে কোন একজন কর্তা এবং বিভিন্ন মানে ও তাৎপর্যের উৎস। কিন্তু আত্মসত্তাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার যুক্তিও রয়েছে অর্থাৎ আত্মসত্তা এমন একটি নির্মাণ, যা একই সঙ্গে প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে এবং প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদিত হয় (ডেভিড ম্যাকেই ২০০০:৩৬৮)। বাংলার ভাবুক সম্প্রদায়গুলোর দেহ সম্পর্কিত ধারণা থেকে এই আত্মসত্তার নির্মাণের ইশারা পাওয়া যায় এবং এ নির্মাণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একেক রকম।

বাউলেরা দেহাত্মবাদী। প্রাচীন তন্ত্রের দেহাত্মবাদ তারা যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব, সুফি বা বৈষ্ণব সহজিয়াদের তত্ত্বভাণ্ডারকেও তারা বিচারী দৃষ্টি নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন এবং তাঁরা পৌঁছেছেন এমন এক সমন্বয়ী মানবতন্ত্রের

(বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

যুক্তরাষ্ট্রের পড়াশোনা করতে আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু কথা

নির্মল এল গমেজ

বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীর এক স্বপ্ন। যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসার নানা গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে বটে যা আজ না-ই লিখলাম। গত ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের টাম্পায় ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডার দুই মেধাবী বাংলাদেশী পিএইচডি শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয় এবং পরবর্তীতে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় । যা খুবই দুঃখজনক এবং এই নির্মম ঘটনায় দেশে-বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী এবং জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রে আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ (The Catholic University of America, Washington, DC), দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কাজ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের নেতৃত্বদান করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে (The Catholic University of America) দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করার আলোকে, এবং একজন Global Education Consultant হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহভাগিতা করার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার যা অন্যসময় লেখা যাবে। আজ শুধু লিখবো যে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার ভিসা পাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের কি কি করতে হবে।

(১) বাসস্থান: বিদেশে এসে পড়াশোনার জন্য সুন্দর ও নিরাপদ বাসস্থান খোঁজে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রে আসার পূর্বেই নিরাপদ ও লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশগত বাসস্থান ঠিক করা জরুরী। বাসস্থানটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বা নিকটতম এলাকায় হলে ভালো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে বাসস্থান হলে যাতায়াতে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং যাতায়াত খরচটাও বেড়ে যায়।

(২) ভালো বন্ধু থাকা: পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব রেখে দূর দেশে এসে একাকী হয়ে পড়া বড়ই কষ্টের। পড়াশোনার সার্বিক উন্নতির বিবেচনা করে যদি বন্ধুত্ব করতেই হয় তা যেন জেনে শুনে পরিচিত হয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করা হয়। ভালো বন্ধু সব সময় পড়াশোনা ও জীবন গঠনের জন্য সহায়ক।

(৩) ভালো রুমমেট থাকা: বিদেশে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়কালীন রুমমেট আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অজানা-অচেনা দেশে এসে কারো সাথে রুমমেট হওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। তাই ভালো করে চিন্তা করে ও অন্যের সাহায্য নিয়ে ভালো রুমমেট খুঁজে নেওয়া যেমন নিরাপদ, তেমনি পড়াশোনার জন্যও সহায়ক।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের কালচার সম্পর্কে জানা: যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশাল আয়তনের দেশ। এখানে শত দেশের হাজার রকম মানুষের বসবাস। এখানে রয়েছে নানা ধরনের কালচার। তাই এদেশে সল্প ও দীর্ঘকালীন সময় থাকতে হলে এদেশের কালচার, ভাষা, ও মানুষ সম্পর্কে ধারণা, তাদের আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা জরুরী।

(৫) লিমিটেড পার্টি করা: যুক্তরাষ্ট্রে যখন একজন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার জন্য আসে তখন অনেকে প্রথমেই নিজের অনুভূতির প্রকাশ করে বলে, "Wow! It's a Great Nation." তা সত্যি কথা। এই দেশটিতে নিজেকে গড়ার অজস্র সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই দেশটি একটি "ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট" করার অফুরন্ত সুযোগ সুবিধার দেশ। এখানে একজন লোক সহজে ভালো হতে পারে, আবার সে সহজেই খারাপ হতে পারে। লক্ষ্য করা যায় অনেক ছাত্রছাত্রী অবসর টাইমে পার্টি বা ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করে। তা মোটেও মন্দ না। তবে খেয়াল রাখতে হবে–কে কোথায়, কোন সময় পার্টি করে, কাদের সাথে পার্টি করে। ছাত্রছাত্রীদের পার্টির সময়টা লিমিটেড করাই উত্তম এবং নিরাপদ।

(৬) ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে এবং লাইব্রেরিতে বেশী সময় কাটানো: পড়াশোনায় ভালো করতে হলে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে থাকা এবং ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে বেশী সময় থাকা অত্যাবশ্যক। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে খুবই কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে যা তাদের পড়াশোনায়, গবেষণায় এবং লেখালেখিতে আশানুরূপ ফলাফল দেখা যায় না।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি, স্টেট, এবং ফেডারেল নিয়মকানুন মেনে চলা: মনে রাখা একান্ত দরকার যখন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখবে তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়, বসবাসের স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নিয়মকানুন গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে, যেমন: ড্রাইভিং নিয়ম (যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে), ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার (যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে), বিভিন্ন বিল দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব রাখার নিয়মগুলো ইত্যাদি।

(৮) ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও উন্নয়ন ডিপার্টমেন্টের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ: যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও উন্নয়ন ডিপার্টমেন্টের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা জরুরি। এই ডিপার্টমেন্টটিই ছাত্র-ছাত্রীদের যেকোনো সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পড়াশোনাকালীন যেকোন ব্যক্তিগত সমস্যা ও পড়াশোনা অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রছাত্রীকে উপদেশ দিয়ে থাকে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই তাদের আয়োজিত প্রতিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা ও তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা একজন ছাত্র-ছাত্রীর খুবই দরকার।

(৯) অপ্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন ও সম্পর্ক করা থেকে বিরত থাকা: প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে মনে রাখতে হবে সে আমেরিকাতে "স্টুডেন্ট ভিসা" ক্যাটাগরীতে আছে। "স্টুডেন্ট ভিসা" সচল রাখা প্রতিটা ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান দায়িত্ব। "স্টুডেন্ট ভিসা" ঠিক রাখার জন্য যা যা করণীয় তা নিয়মমাফিক করতে হবে। এখানে এসে কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন করা বা কারো সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে পড়াশোনার কোনো বিঘ্ন না ঘটে বা জীবনের কোন ঝুঁকি না হয়।

(১০) ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা: প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ও কর্মদক্ষতার উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি মাসে নানা ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। এ সমস্ত প্রোগ্রাম আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাসভিত্তিক খণ্ডকালীন কাজ যা করে কিছু হাত খরচ করা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং USCIS-এর অনুমতিক্রমে একজন ছাত্র-ছাত্রী অপ-ক্যাম্পাস কাজ করতে পারে যাকে বলা হয় OPT or CPT। বিশ্ববিদ্যালয় এবং USCIS-এর অনুমতি ছাড়া বাহিরে কাজ করা আইনগত দণ্ডনীয় এবং স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে আমার দীর্ঘদিনের উচ্চশিক্ষা অর্জনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর পাশাপাশি যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছে তার উপর ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন, গবেষণা, এবং লেখালেখি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য যা তাদের জীবনের সফলতা এনে দিবে।

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

(গত ০৮ সংখ্যার বাকি অংশ...)

এসব গির্জাগুলোর মূল কাঠামো প্রায় একই পার্শ্বে সরু এবং দীর্ঘাকৃতির। আর এজন্য পুণ্যস্থান ও উপাসকমণ্ডলীর বিশেষ করে পিছনের দিকে যারা অবস্থান করেন তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি, যার জন্য দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার মনোভাব বা *spirit* অনুসারে সবার 'সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ'-এর আবহ তৈরির উপযুক্ত নয়।

উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলোকে দেশীয় বা সংস্কৃত্যায়িত করার প্রচেষ্টা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি যেখানে (গির্জা বা উপাসনালয়) উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়, সেই স্থানটির সংস্কৃত্যায়নের বিষয়টিতে যদি গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে বিষয়টি এক ধরণের "বৈপরিত্য" বা *contradictory* হয়ে পড়ছে বইকি! তথাপি এবিষয়ে আমাদের প্রধান দু'টি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন: প্রথমত, উপাসনা এবং উপাসনালয় যেন খ্রিস্টীয় উপাসনার বিধি-বিধান অনুসারে সঠিক হয় (দ্র. Pope Benedict XVI, *Liturgiam Authenticam,*28 March, 2001) এবং, দ্বিতীয়ত: সংস্কৃত্যায়ন যেন শুধু উপাসনা-অনুষ্ঠানের দু-চারটি অঙ্গভঙ্গি বা জিনিস-পত্রের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, এবং যথাযথ নিরীক্ষা ব্যতীত অনুমোদিত বিষয়াদি, যা কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনার মৌলিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন, এরূপ 'অনুকরণ করা' কিংবা 'ধার করা' বিষয় গুলো আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা না করে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর জন্য সংস্কৃত্যানের সঠিক অনুশীলনের জন্য নিরীক্ষা, অধ্যয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ করা অধিকতর কাম্য। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই পীড়াদায়ক, আর তা হলো জীবনের অন্যান্য সব দিকে–পোষাক, চালচলন, উৎসব-অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া, ইংরেজী মিশ্রিত কথাবার্তা ইত্যাদিতে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করছি, এ সবের মধ্যে এক ধরণের 'আভিজাত্য' খুঁজে পাচ্ছি, আবার শুধু উপাসনার দু-একটি ক্ষেত্রে 'সংস্কৃত্যায়ন' নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছি! সামাজিক কিংবা পারিবারিক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিদেশী মদের গ্লাস হাতে নিয়ে "উল্লাস', "উল্লাস" *(cheers!)* বলে বিদেশী কায়দায় গ্লাস ঠোকাটুকি-করা স্বনামধন্য অনেকেই সংস্কৃত্যায়নের কথাও বলেন! বিষয়টি অনেকটাই যেন ২১ ফেব্রুয়ারি ও পহেলা বৈশাখে পাঞ্জাবী আর বাসন্তী রংয়ের শাড়ি পড়ে ইলিশ-পান্তা খেয়ে একদিনের বাঙালি সাজার মতোই!

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা রোমীয় মণ্ডলীর, অর্থাৎ 'সর্বজনীন' মণ্ডলীর অধীন – প্রাচ্য কাথলিক মণ্ডলী বা অর্থডক্স কাথলিক মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত নই, আর সে জন্য সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে রোমীয় উপাসনা-রীতি থেকে আলাদা কিংবা নতুন কোন উপাসনারীতি তৈরী করতে পারি না। অতএব, রোমীয় মণ্ডলী ও এর উপাসনা-রীতির সাথে সংযুক্ত থেকেও কতটুকু এবং কিভাবে উপাসনাকে আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে 'খাপ-খাইয়ে' *(adaptation)* নেওয়া যায় সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, না হলে আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে যে সব অ-খ্রিস্টীয় এবং পৌত্তলিক উপাদান রয়েছে, সংস্কৃত্যায়নের নামে সেগুলোকেও আমাদের পুণ্য উপাসনায় সংযোজন করে ফেলতে পারি। গির্জা নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রেও রোমীয় মণ্ডলী ও এর উপাসনিক রীতির প্রতি অনুগত্য থেকে ঠিক কতটুকু 'দেশীয়করণ' করা যায়, তা আমাদের জন্য অধ্যয়ন ও নিরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত।

৮. কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান

এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার সংস্কার যুগ এবং তারই পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময় কালে উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছিল। এর সুফল আমরা খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য এবং উপলব্ধি করছি। এই অগ্রগতির মধ্যে পুণ্য সঙ্গীত, স্থানীয় ভাষায় *(vernacular)* উপাসনার পুস্তকাদি অনুবাদ ও রচনা এবং এর ব্যবহার, উপাসনা-অনুষ্ঠানে নিজস্ব অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন – ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উপাসনিক বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক ও বিধিসম্মত উপাসনা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের আরও শিক্ষা, গবেষণা ও অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে এবং কিছু কিছু অনভিপ্রেত বিষয় উপাসনায় যা ভুলভাবে প্রচলন হয়ে পড়েছে, সেগুলো সংশোধন ও সংস্কার করার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য দিকটি হলো একদিকে উপাসনার বিধি-বিধান ও রীতিনীতি, অপর দিকে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিদ্যমান উপাদান, আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। পর্যাপ্ত নিরীক্ষা ব্যতীত "ভাল মনে হয়', "ভাল লাগে" – এরূপ মনে করে খ্রিস্টীয় শিক্ষার পরিপন্থী বিষয় কাথলিক মণ্ডলীর পুণ্য উপাসনায় যুক্ত করে ফেলার ঝুঁকি রয়েছে। অন্য দিকে, যে বিষয়টি সব থেকে বেশী অবহেলিত রয়ে গেছে, তা হলো গির্জাঘর বা উপাসনালয় – যেখানে উপাসনার জন্য ঐশজনমণ্ডলী একত্রিত হন, যেখানে যাজক ও উপাসকমণ্ডলীর অংশগ্রহণে পুণ্য উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় *(the 'locus' of liturgy)*, সেখানে 'খ্রিস্টীয়' ও 'স্থানীয়' ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে গির্জার নির্মাণ শৈলীতে সংস্কৃত্যায়ন করা।

গির্জা কিংবা চ্যাপেল – যা-ই হোক না কেন, সেগুলো নির্মাণের পূর্বে এর নির্মাণ শৈলী বা অর্কিটেকচারাল ডিজাইনের দিকে লক্ষ্য রাখা একটি অপরিহার্য বিষয়, কারণ একদিকে তা খ্রিস্টীয় উপাসনার জন্য যথাযথ হচ্ছে কি না, এবং এই সকল নির্মাণ কাজের মধ্য দিয়েও সংস্কৃত্যায়নের অনুশীলনও দৃশ্যমান হচ্ছে কিনা – এই বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ রাখা অবহেলা করার মতো বিষয় নয়।

গির্জা অবশ্যই একটি 'দালান' বা 'ভবন'। সকল ভবন কিন্তু 'গির্জা' নয়। যদিও প্রয়োজনে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বড় বড় ধর্মপল্লী, যেখানে বহু সংখ্যক গ্রাম বা 'উপকেন্দ্র' রয়েছে, সেখানে সব গ্রাম বা উপকেন্দ্রে গির্জা বা চ্যাপেল নেই, সেখানে স্কুল-ঘরে কিংবা গ্রামের মানুষ সমবেত হতে পারে এমন স্থানেও উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেকে মনে করেন, ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, অতএব আমি আমার নিজের ঘরেই তাঁকে ডাকতে পারি! তথাপি কেন উপাসনার জন্য আমাদের গির্জা প্রয়োজন যে সব কারণে, তার মধ্যে সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো গির্জা একটি 'পবিত্র স্থান' রূপে উৎসর্গীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত, যেখানে আমরা সহজে এবং নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। এজন্য যোসেফ পিপার (জার্মান কাথলিক দার্শনিক) উল্লেখ করেছেন :

"The Church since earliest times has unswervingly maintained precisely this: a building becomes a church not because of its architecture but through consecration. *Praestat ecclesias solemniter consecrati*, the "General Instruction" for the new Roman Missal, states, "Needless to say, churches are to be solemnly consecrated"—even though the building be a barn…The consecration of a church, therefore, is something entirely different from, say, the solemn launcing of a ship or the ribbon-cutting ceremony to "dedicate" a bridge, a highway, or a bowling alley…A building, through consecration, is made into something it has not

been before; it is transformed inro a church, a sanctuary, an *aedes sacra*. This latter term, incidentally, is used consistently in official texts since Vatican II to denote a church building" (Joseph Pieper, *In Search of the Sacred,* Ignatius Press, San Francisco, 1988).

আমরা এ বিষয়ে অবগত যে, যে-কোন একটি দালান বা ভবন, তা যত সুন্দর বা কারুকার্যপূর্ণই হোক না কেন, তা গির্জা বা উপাসনালয় হয় না, যতক্ষণ না তা রোমীয় উপাসনা রীতি অনুসারে নির্দিষ্ট উৎসর্গীকরণ বা প্রতিষ্ঠা রীতি-এর মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ কর্তৃক উৎসর্গীকরণ বা প্রতিষ্ঠা করা না হয়, এবং ভক্তমণ্ডলী সেখানে সমবেত হয়ে উপাসনা উদ্‌যাপন করেন। একই সাথে, যে-পবিত্র উপাসনা ক্রিয়া সকল এই গির্জায় সম্পাদিত হয়, এই স্থাপনাটি যদি তার জন্য উপযুক্ত না হয় – তাহলেও গির্জা নির্মাণের সার্থকতা থাকবে না। আর এ কারণেই প্রয়োজন বিশপ সম্মিলনী প্রণীত সাধারণ নীতিমালা, যা স্থানীয় মণ্ডলীর সকল ধর্মপ্রদেশে এবং প্রয়োজনে ধর্মপ্রদেশীয় বাস্তবতা অনুসারে *adaptation* করে গির্জা নির্মাণ ও সংস্কার-কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

নভেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ***Built of Living Stones: Art, Architecture, and Worship*** নামে এরূপ একটি নীতিমালা *(guidelines)* প্রস্তুত করে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

"This document reflects our understanding of liturgy, of the role and importance of church art and architecture, and of the integral roles of the local parish and diocese that enter into a building or renovation project. In the building and renovation of churches, chapels, and oratories, architects, liturgical consultants, articts, contarctors, and other profesionals engaged in the design or construction of churches, chapels, and oratories must be familiar with the guidelines of this document" (*BOLS,* no. 3).

বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীর অথবা ধর্মপ্রদেশ গুলোর নতুন গির্জা নির্মাণ এবং পুরাতন গির্জা সংস্কার কাজের জন্য এরূপ কোন নীতিমালা বা *guidelines* আছে কিনা, আমার জানা নেই। সম্ভবত তা না থাকার কারণে যিনি বা যাঁরা পরিকল্পনা করেন এবং এরূপ কাজ বাস্তবায়ন করেন উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর দিকে যথাযথভাবে লক্ষ্য না করার জন্য আমাদের গির্জাগুলোতে নির্মাণ-কাজ সংক্রান্ত ত্রুটি না থাকলেও উপাসনিক বিভিন্ন দিকে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

'রোমীয় যজ্ঞ রীতির সাধারণ নির্দেশিকা' এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করে (দ্র. পঞ্চম অধ্যায়)। এতে বলা হয়েছে :

"The People of God, gathered for Mass, has a coherent and hierchical structure, which finds its expression in the variety of ministries and the variety of actions according to the diferent parts of the celebration. The general ordering of the sacred building must be such that in some way it conveys the image of the gathered assembly and allows the appropriate ordering of all the partcipants, as well as facilitating each in the proper carrying out of his function" (*GIRM,* no. 294).

যদিও উপাসনায় যাজক, বিভিন্ন সেবাকারী এবং উপাসকমণ্ডলীর দায়িত্ব-কর্তব্য অনুযায়ী *hierchical structure*-এর শব্দদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এর দ্বারা ঐশজনমণ্ডলীর মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদের কথা বলা হয়নি। এখানে গির্জার নির্মাণ শৈলী বা কাঠামোগত দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেন উপাসনা-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির করণীয় ক্রিয়াগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এ জন্য একই নির্দেশিকার পরবর্তী অংশে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

"All elements, even though they must express the hierarchical structure and the diversity of ministries, should nevertheless bring about a close and coherent unity that is clearly expressive of the unity of the entire holy people. Indeed, the character and beauty of the place and all furnishings should foster devotion and show forth the holiness of the mysteries celebrated there" (*ibid*).

এজন্যে নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জার সংস্কার কাজ বলতে শুধু একটি অবকাঠামো দাঁড় করানো কিংবা পুরাতন গির্জা যে-ভাবে আছে সেইভাবে রেখেই 'মেরামত' করা মাত্র বোঝায় না। পুরাতন গির্জার সংস্কার করার সময়ও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন যতদূর সম্ভব দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার 'মনোভাব' বা *spirit* এবং উপাসনিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। নতুন গির্জা নির্মাণের বেলায় এ দিকটি বিবেচনা করা আবশ্যিক বিষয়। তাই শুধু ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী, মিস্ত্রী এবং নির্মাণ-কাজ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নয়, তাঁদের সাথে উপাসনিক বিষয়ে যাদের পর্যাপ্ত ধারণা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে পরিকল্পনা করা কিংবা নির্মাণ বা সংস্কার-কাজে তাদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর নতুন চ্যাপেল নির্মাণের পূর্বে যখন এর পরিকল্পনা করা হচ্ছিল তখন, সেই সময়কার আধ্যাত্মিক পরিচালক পরলোকগত ফাদার টমাস বারোস সিএসসি ঢাকার আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর সমীপে লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেছিলেন যেন এই নতুন চ্যাপেলটি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার উপাসনিক নির্দেশনা অনুসারে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যা একদিকে সেমিনারীয়ানদের জন্য শিক্ষণীয় এবং ভবিষ্যৎ যাজকরূপে গঠনের সহায়ক হয়, এবং দ্বিতীয়তা এই চ্যাপেলটি যেন বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য একটি আদর্শ নির্দশন হয়ে থাকে। তিনি লিখেছেন :

"The architect responsible for the new church in Dharenda has violated practically every point of the Vatican II liturgical reforms except that he altar faces the people, [because] 'that is what the people want'. I cannot believe that we should give the people what they want when it stands in contradiction to what Church authority has for good reason prescribed… If something similar is erected here [Banani], how will we be able to encourage the seminarians to show obedience to lesser levels of authority when we shall have on the seminary compound a standing monument of disobedience to the highest authority of the Church?" (Fr. Thomas Barrosse, CSC, *Letter to Most Rev. Michael Rozario,* Banani, Dhaka, March 18, 1992).

বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল, ধর্মপল্লী ও উপকেন্দ্রের গির্জা কিংবা সন্ন্যাস সংঘে ও গঠনগৃহের চ্যাপেল নির্মাণ অথবা সংস্কার-কাজের ক্ষেত্রে যদি উপাসনিক নীতিমালা অনুসরণ করা না হয়, তাহলে এই সব গির্জা ও চ্যাপেলগুলো দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার, অর্থাৎ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও মনোভাব অবজ্ঞা করার জীবন্ত নির্দশন স্বরূপ হয়ে থাকবে।

৯. উপসংহার

যথাযথভাবে উপাসনা-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত উপাসনালয় প্রয়োজন। আবার বহু অর্থ ব্যয় করে নানা দামী পাথর খঁচিত ও কারুকার্য মণ্ডিত গির্জাঘরও অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি না উপাসকমণ্ডলী সত্যিকার উপাসনাকারী হয়ে ওঠেন–ঠিক যেমনটি পরম পিতা প্রত্যাশা করেন। আমাদের কাজ শুধু গির্জাঘর নির্মাণ করা নয়; পরম পিতার মনোমত উপাসকমণ্ডলী গড়ে তোলাও। সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশু এ কথাই বলেছেন :

"আমাকে বিশ্বাস কর, এমন সময় আসছে, যখন তোমরা পরম পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, জেরুসালেমেও নয়। ... এমন সময় আসছে–আর এই তো সেই সময়! যখন সত্যিকার উপাসকেরা পিতার উপাসনা করবে আধ্যাত্মিক ভাবেই, সত্যসম্মত ভাবে। পিতা তো এমন উপাসকই চান। পরমেশ্বর নিজেই যে আত্মাস্বরূপ; তাই যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদের উপাসনা করা উচিত আধ্যাত্মিকভাবেই, সত্যসম্মতভাবেই" (যোহন ৪:২১, ২৩-২৪)।

গির্জাঘরের উপাসনায় আমরা মিলিত হই শুধু জাগতিক ও ক্ষণকালের উপাসনায় যোগদান করার জন্য নয়, বরং একই সাথে স্বর্গীয় শাশ্বত উপাসনায় যোগদান করতে। তাই আমাদের ইহজাগতিক উপাসনালয় তখনই একাকার হয়ে যায় যখন ভক্তমণ্ডলী সকল স্বর্গদূতবাহিনী ও সাধুসাধ্বীদের সাথে মিলিত হয়ে পরমেশ্বরের বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাই তো প্রতি বছর পুণ্য শনিবারে নিস্তার জাগরণী উৎসবে "নিস্তার বন্দনার" শুরুতে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়:

"উল্লসিত হোক এই শুভক্ষণে স্বর্গলোকের দূত-বাহিনী!

উল্লসিত হোক এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সেবক-মণ্ডলী!

এই মহিমময় রাজার জয়োৎসবে বেজে উঠুক মুক্তি-বার্তার তূর্যধ্বনি!

উৎফুল্ল হোন মণ্ডলী-জননী এই মহৎ উদ্ভাসনে!

জনগণের জয়নিনাদে মুখরিত হোক এই পবিত্র মন্দির!

গ্রন্থপঞ্জী :

1. General Instruction of the Roman Missal *(Third Typical Edition),* English Translation by USCCB, Washington DC, 2003

2. Pope Paul VI, *The Rites of the Catholic Church,* Vol. I, Pueblo Publishing Co, NY, 1976

3. James F. White & Susan J. White, *Church Architecture, Building and Renovating for Christian Worship,* Abingdon Press, Nashville, 1989

4. James F. White, *Roman Catholic Worship, Trent to Today,* St. Paul's Pub. Philippines,1998

5. Aidan Kavanagh, OSB, *Elements of Rite,* Pueblo Books, Collegeville, 1982

6. Anscar J. Chupungco, OSB, *Cultural Adaptation of the Liturgy,* Paulist Press, Philippines, 1982

7. Peter Schineller, SJ, *A Handbook On Inculturation,* Paulist Press, NY, 1990

8. Mark Searle, Parish: *A Place for Worship,* Liturgical Publications, Collegeville, 1981

9. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল সমূহ, সিবিসিবি, ঢাকা, ১৯৯৯

10. বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনা, সিবিসিবি, ঢাকা, ১৯৮৫

11. খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রার্থনা সঙ্কলন, দ্বিতীয় খণ্ড, খ্রীষ্টপূজন প্রকাশনী, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০১

(০৯ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

দিকে, মানুষের সমাজ সংগঠনের অন্তর্গত তত্ত্বভাবনা হিসেবে যা অনন্য। লক্ষণীয় যে, আধিপত্যবাদী বৈদিক মত ও শাস্ত্রীয় ইসলামকে তাঁরা নিজেদের তত্ত্বভাবনায় গ্রহণ করেননি।

বাউলের দেহাত্মবাদ থেকে আত্মসত্তার এমন এক ধারণা পাওয়া যায়, যাতে দেহজাত আত্মা যেমন বিদ্যমান তেমনি আছে এক কর্তাসত্তা যে আত্মসচেতন এবং যার আছে আত্ম-অতিক্রমের ক্ষমতা। লালন তাঁর একটি গানে এই খেদ ব্যক্ত করেছেন যে, ব্যক্তিকে আত্মারূপে অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু তার ভেতরে যে কর্তাসত্তা বাস করে তার খোঁজ নেওয়া হয় না, অথচ এই কর্তারূপই মানবের বিকাশের কারিগর। ব্যক্তিসত্তার কর্তারূপের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে লালনের গানে:

"কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারূপের হয় নিরূপণ
আত্মতত্ত্ব নাই আলিঙ্গনে
সহজ সাধক জেনে
আপনারে আপনি চিনি নে।"

বাউলের আত্মতত্ত্ব নিজ দেহস্থিত আত্মাকে পরম হিসেবে উপলব্ধির তত্ত্ব। সাধক এ উপলব্ধি দেহের ভেতর দিয়েই করেন। কারণ দেহের বাইরে এই নিরাকারের কোন ঠাঁই নেই।

সুফি, বৈষ্ণব, বেদান্তের পরম ও ব্রহ্মের সঙ্গে বাউলের সহজ বা সাঁইয়ের তফাত এখানে যে বাউলের সহজ স্বরূপের (সাঁই, মানুষ রতন বা মনের মানুষ) অবস্থান মানুষের ভেতরে এবং এ কারণে মানুষই তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু। যে সহজ স্বরূপ মানুষের ভেতরে বাস করে সেও মানুষ রূপ, তবে এক ভাবগত মানুষ যা মানবের সমস্ত সম্ভাবনাকে ধারণ করে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতো এ সহজকে দেহের বিকাশ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। দেহাত্মবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের প্রভেদ এখানেই। দেহ নির্ভর আত্মার ধারণা ও দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা দু'টি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। আমরা দেখতে পাই দেহাত্মবাদীরা যেহেতু দেহের ভেতরেই পরমার্থকে অধিষ্ঠিত দেখেন, সে কারণে মানুষকে তাঁরা মহিমান্বিত করেন এবং মানুষ ভজনার তাগাদা অনুভব করেন। প্রাচীন তন্ত্রের দেহাত্মবাদী উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ, সহজিয়া, নাথ ও বাউলগণ। অন্যদিকে বৈদিক অধ্যাত্মবাদী ধারাটি গীতা, উপনিষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সামাজিক ও আত্মমুক্তির প্রশ্নে দেহাত্মবাদীরা জাগতিকতা ও প্রাত্যহিক জীবনাচারকে যে মূল্য দিয়েছে, অধ্যাত্মবাদী ধারা তা দেয় নি। দেহাতিরিক্ত পরমকে পেতে এবং নিজের সত্তাকে পারমার্থিক করে তুলতে তারা বরং জাগতিকতাকে পাশ কাটাতে চেয়েছে। সাধন ধারাগুলোর এ রকম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান তাদের জীবনাচারকেও আলাদা অভিব্যক্তি দিয়েছে, সন্দেহ নেই।

বাউল মতে, মানবদেহই সব তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি। দেহই সকল জ্ঞান ও কর্মের উৎস, দেহেই কৈলাস-বৃন্দাবন, দেহেই মক্কা-মদিনা। মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা, আলেক সাঁই বা মনের মানুষের অধিষ্ঠান। এ থেকেই বাউলরা বলেন; "আপন ভাণ্ড খুঁজলে পরে সকল জানা যায়।" আবার "যা যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে", এ দেহতত্ত্বে আস্থাশীল হয়েই লালন শাহ ব্যাকুল হলেন দেহান্বেষণে এবং নিজেকে সম্বোধন করে বললেন:

"ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়?

আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।।"

নিজের মধ্যেই যেহেতু পরমসত্তার ঠাঁই, সুতরাং পরমসত্তাকে জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নিজেকে, দেহকে জরীপ করেই সসীম দেহের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে মনের মানুষ অসীম সাঁইকে। ***(চলবে)***

এক মুঠো মাটি

সুনীল পেরেরা

বিয়ের কথা শুনেই মেয়েটির মনে খুশির কৌতুহল আর ব্যাকুলতা জাগলো। তাই চোখের তারায় ভালোবাসার কম্পন তুলে জিজ্ঞেস করল, সত্যি বলছো আমার বিয়ের কথা হচ্ছে? যাকে আমি রাজপুত্র বলে ডাকি সেই প্রিন্সের সাথে?

একটানা কথাগুলো বলে টল টলে চোখে তাকিয়ে থাকে বোনদের দিকে। মেয়েটির নাম রিওনা। সব সময় চোখে ঝলক তুলে কথা বলে। এ সময় ওর তরল স্বরে যেন খুশির ঝংকার বেজে ওঠে।

ওরা তিন বোন। রিওনা বড়, তার ছোট রচনা ও রীতু। হঠাৎ করেই তিন দিনের কাঁপানী জ্বরে মা মারা গেছেন। তার চল্লিশাও হয়নি। এর মধ্যেই বাড়িতে বিয়ের ধুম আলাপন। যার স্ত্রী মারা গেছে তার নাম বাবুল। স্ত্রী বিয়োগের পর তার মরাকান্নায় মেয়েরা সহ গ্রামবাসীরাও কেঁদেছে। স্ত্রীর প্রতি বাবুলের ভালোবাসার শোক এতটাই ছিল যে, তাকে দুই-তিন জনে ধরে কবরস্থান থেকে বাড়ি নিতে হতো নিত্য দিন। বাবুল ছোটবেলা থেকেই যাত্রার ভক্ত ছিল। রাত জেগে দূর দূরান্তের বহু যাত্রা দেখেছে জীবনে। ঠিক যাত্রার মত করেই সে কেঁদেছে, এ্যাকটিং করেছে যা দেখে পাড়ার লোকেরা অভিভূত।

অথচ এই বাবুল বৈরাগী স্ত্রীর মৃত্যুর উনচল্লিশ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য কন্যা দেখতে শুরু করেছে। বাবুলের বাল্যবন্ধু অরুণ। এই ফট্‌কা বুদ্ধির লোকটা নিজে বিয়ে সাদি করেনি, তাই শশকের মতন নির্ঝঞ্ঝাট। কিন্তু অন্যের বিয়ের ঘটকালিতে পাক্কা খেলোয়ার। এই লোকটি রোজ সাজগোজ করে বাবুলকে নিয়ে বের হয়ে যায়, ফিরে আসে সন্ধ্যার পরে। একদিন অরুণ নিজেই বাবুলের তিন কন্যাকে ডেকে বলে, মা-মনিরা তোমাদের মা অকালে মারা যাওয়াতে তোমার বাবা ভীষণ ভাবে অসহায় হয়ে পড়েছে। তোমাদের বিয়ে হয়ে গেলে কে সামাল দেবে এই সংসার। এই বয়সে তার পক্ষে কি সম্ভব হাত পুড়ে রান্না করে খাবার? অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে কে সেবা করবে? অরুণ কাকার এসব বয়ানের পর তিন কন্যা রাগে অভিমানে ঘরে খিল দিয়ে দুইদিন অনশন করে কান্নাকাটি করেছে। ফলাফল শূন্য। বাবা বাবুল তার সিদ্ধান্তে অনড়। এ বিয়ে হতেই হবে। তবে তার নিজের সুখের জন্য নয়, সংসার রক্ষার জন্যই একজন নারী প্রয়োজন।

নিপাট গাধা না হলে ঘরে তিন তিনটি যুবতী মেয়ে থাকতে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে, এই পড়ন্ত বয়সে? এ নিয়ে বাবার সাথে কথা কাটাকাটি, মান-অভিমান করে কিছুদিন কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে আত্মীয়দের অনুরোধে একটি শর্তে মেয়েরা রাজী হয়। তিন বোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ বিয়ে স্থগিত থাকবে। তাদের বিয়ের পর বাবা যদি ইচ্ছে করে তবে বিয়ে করতে পারবে।

বড় মেয়ে রিওনা এনজিও অফিসে চাকরি করে। অন্য দুই বোন মাস্টারস্ কমপ্লিট করে এখন বিদেশ যাবার চেষ্টা করছে। রচনা ও রীতু জমজ। সব কিছু এক সাথেই করে যাচ্ছে।

কথায় বলে যার বিয়ে তার খবর নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। বিয়ের অনুষ্ঠান শুনেই শিকড়ে বাকড়ে যত আত্মীয় রয়েছে সবাই ছুটে এসেছে। হায় হায় একি অলুক্ষণে কথা। এখনো চল্লিশা হয়নি এর মধ্যেই বিয়ে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

দু'দিন ধরে যারা সকাল-বিকাল কবরস্থানে ফুল দিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করেছে, মেয়েদের সান্ত্বনা দিয়েছে তারাই তৃতীয় দিনে বাবুলের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। চোখের জলে নাকের জলে মেয়েদের বুঝাবার চেষ্টা করতে থাকে।

বাড়িতে সতেরো জন অতিথি যেন চৈতালি মেলা বসেছে। রাতদিন খালি পদে পদে খাবার। হেঁসেল ঠেলে তিন বোনের অবস্থা কাহিল। বিয়ের বাজার নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। কে কোন শাড়ি নেবে, কে মার্কেটিং করবে এ নিয়ে চলছে বাদানুবাদ। তৈরি হচ্ছে বড় বড় ফর্দ। যে মেয়েটিকে নিয়ে আয়োজন তার নাম হিমানী। গরীবের যৌবনবতী মেয়ে। পোড়া পেটের দায়ে দোজবরে স্বামীর সাথে বিয়েতে রাজী হয়েছে। হিমানী আট ক্লাশ পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। টাকার অভাবে আর পড়তে পারেনি। গায়ের রং কালো বলে তেমন সম্বন্ধও আসেনি। বয়স পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে পড়েছে গত বৈশাখে। কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ। হিমানী কথায় কথায় ঝরঝরিয়ে হাসে আবার কাঁদতে বসলে অভিমানী বালিকার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মা-মরা দুঃখিনী হিমনীর মনের ভেতরে থিতানো কথাগুলো গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে। তার বুক ভরা চাপা হাহাকার, আর চোখে ভরা জল।

হিমানী গোপনে খবর নিয়ে জানতে পেরেছে যে, বাবুল লোকটা ফট্‌কা ধরনের। শাশুড়ির সম্পত্তির তলানী খাওয়া অকর্মণ্য ঘর জামাই। বুড়ি শাশুড়িকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার টিপছাপ নিয়ে সব সয়-সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নেয়। শুরুতে শাশুড়ি ঘটনা বুঝতে পারেনি। পরে যখন আসল ঘটনা জানতে পারে, তখন সে যা করা দরকার সেরে রেখেছে পাকাপাকি করে। বাবুল ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেনি।

অলস, অকর্মণ্য হলে যা হয়। জমি-জমা বেচতে বেচতে এখন প্রায় শেষ প্রান্তে। এখনো তিনটি মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। বড় মেয়ের চাকরির বেতন ভালো। ঐ টাকার জোরেই বিয়ের নাচন।

একদিন বাবুলের সাথে নির্জনে আলাপ করেছে হিমানী। তার টাউট কিসিমের লটরপটর চেহারা দেখে পছন্দ হয়নি মোটেই। ফড়িংয়ের মত চঞ্চল চোখে লালসার হাতছানি। এসব জেনে শুনেই হিমানী দ্রুত কথা দেয়নি বাবুলের তাগাদা সত্বেও। এসব কারণে তিন মাস সময় গড়িয়ে যায়। ইতোমধ্যে রিওনা খুলনা বদলি হয়ে যায়। এবং ওখানেই পূর্বের প্রেমিক প্রিন্সের সাথে বিয়ে হয়ে যায় গোপনে। এক মাস খানেক পরে জমজ দুই বোনই স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে চলে যায় উচ্চতর পড়াশোনার জন্য।

এবার পথ পরিষ্কার। বাবুল মনে মনে খুশি হয়। অবশেষে সামান্য আয়োজনে বাদ্য-বাজনা ছাড়াই বাবুলের সাথে হিমানীর বিয়ে হয়ে যায়। নতুন বৌ পেয়ে ভীষণ খুশি। পারলে বৌকে গলায় বেঁধে রাখে। সারাক্ষণ বৌয়ের পাছে পাছে ঘুর ঘুর করে। আয়-রোজগারের খবর নেই, বেহুদা বসে বসে প্যাচাল পারে। হিমানী মনে মনে বিরক্ত হয়।

বিয়ের পর হিমানীর কালো দেহের রূপ খুলেছে চমৎকার। বর্ষায় নতুন জলে ধান গাছ যেমন খলখলিয়ে বেড়ে ওঠে ঠিক তেমনি। দেহে যেন যৌবনের বান ডেকেছে। এসব দেখে বৌ-পাগল জামাই কেবল রোমিও সেজে বৌয়ের মন ভরবার তাবেদারি করে। হিমানী এসব দেখে রেগে গিয়ে বলে, তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর? তা না হলে রাতদিন আমাকে বন্দী করে রাখো কেন?

হঠাৎ বৌয়ের এই চণ্ডী রূপ দেখে বাবুল কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। সে অনেকটা ঘাবড়ে যায়। শেষে বৌ যদি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়।

বিয়ের তিন মাসের মাথায় হিমানী এক ভর-দুপুরে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। বাবুল তাকে উপজেলার বৃদ্ধ হরিচরণ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার সব বৃত্তান্ত শুনে চেকআপের পর হিমানীকে হাতির দাঁতের রঙের একটি এন্টিবায়োটিক আর সবুজ টুপি পড়া একপাতা ক্যাপসুল দিয়ে বললেন-

মা-মনির শরীরের যা অবস্থা, আমি আশীর্বাদ করি আপনার সন্তান যেন হয় শ্রীকৃষ্ণের মতন নাদুস-নুদুস। হিমানী লজ্জায় মাথা নীচু করে। বাবুল তো খুশিতে প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

বাবুল এখন বৌকে ছেড়ে আর কোথাও যায় না। বন্ধু অরুণের বাড়িও না। সে লক্ষ্য করেছে, অরুণ তার বৌকে দেখলেই মিটমিটিয়ে হাসে আর চোখ মারে।

এক দুপুরে রান্নাঘরে বসে বৌয়ের সাথে রসের গল্প করছে। এ সময় অরুণসহ তিন চারজন যুবক উঠানে এসে হাজির। বাড়িতে এতগুলো অচেনা লোক দেখে কয়েকটি কেঁদো কুকুর ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করছে। শ্যামল বাইরে এসে প্রথমে থতমত খেয়ে যায়। ওদের একজনের হাতে দলিল অন্য হাতে জমিজমার ফিতা।

দলিল হাতে লোকটা পরিচয় দিয়ে বলল, এই বাড়ির সমস্ত সয়সম্পত্তির মালিক আপনার শাশুড়ি। আপনি তার টিপছাপ নকল করে, যে ভুয়া দলিল করেছেন সেটা যাচাই করে দেখা গেছে এটার কোন ভিত্তি নেই। আইনত এটা টিকবে না। আপনার শাশুড়ি যখন জানতে পারেন যে, আপনি নকল দলিল করেছেন তখন তিনি তার সয়সম্পত্তি এই অরুণ ভাইয়ের কাছে পাওয়ার নামা দলিল করে দেন টাকার বিনিময়ে। অরুণ ভাই আমাদের কাছে এই দলিল বিক্রি করে দেন। এখন আমরা এই বাড়ি দখলে নেবো।

বাবুল স্তম্ভিত! অরুণ শেষ পর্যন্ত..... অরুণ বলল, আমি কি করব? বুড়ি আমাকে এমন করে ধরলেন যে আমি আর না করতে পারি নাই। তবে তার একটা দিব্যি দেওয়া ছিল তার কন্যা অর্থাৎ আপনার স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এ সম্পত্তিতে যেন আমি হাত না দেই। এখন আমার চিকিৎসার জন্য কয়েক লাখ টাকার প্রয়োজন। তাই ওদের কাছে দলিল বিক্রি করে দিয়েছি।

অনেক কথা কাটাকাটির পর থলথলে গনেশ মার্কা লোকটা অসভ্যের মতন ভুঁড়ি নাচিয়ে তিন মাসের সময় দিয়ে চলে গেলেন। অরুণও ওদের সাথে চলে যায়।

বাবুল দিশেহারা হয়ে উকিলের কাছে যায়। উকিল সব শুনে দলিল পত্র দেখে নিশ্চিত হয়ে বলে দিলেন, এ মামলা করে কোন লাভ হবে না। নিশ্চিত পরাজয়। আপনার দলিল নকল এর কোন রেকর্ড নেই ভলিউমে।

হিমানী সব শোনার পর পাথর হয়ে যায়। তার অন্তর থেকে একটা বিমর্ষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যায়। মাথার উপর বাঙালি জীবনের মতই ধীর গতিতে ঘুরছে আদ্যিকালের পাখাটা। জীবনের শুরুতেই তাসের ঘরের মত সব কিছু তছনছ হয়ে গেল। এতো সুন্দর করে সাজানো বাড়িটা তার কাছে তখন অসম্ভব রকমের শূন্য মনে হচ্ছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। এমন এলোমেলো প্রতারক স্বভাবের লোকটার সাথে বিয়ে না হওয়াই ভালো ছিল।

জীবনে একবার প্যাজগীতে পড়লে বোঝা যায় জীবন সাগরে কত জল, কত ঢেউ আর কত ঘূর্ণিস্রোত। এখন বসে বসে বাবুল ভাবে, মাটির সাথে প্রতারণা করলে মাটি কখনো ক্ষমা করে না। তাই শুধু রাগে শাশুড়িকে গালাগাল দিয়ে শাপান্ত করে। ত্রিসন্ধ্যা শুধু চিন্তা কোথায় যাবে, কি করে তার সংসার চলবে। হিমানীকে সে কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো। এখন সবই ধূসর, বিবর্ণ।

দেখতে দেখতে তিন মাস পার হয়ে যাচ্ছে। তামসী রাত্রির বুকে নক্ষত্র খচিত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের গায়ে ক্রমশ টুকরো টুকরো মেঘ এসেছে। হিমানীর চোখে আশাহীন শূণ্যতা ধূ ধূ করছে। বাগানের গাছগুলোতে সবে মাত্র ফুলের কুঁড়ি ধরেছে। হিমানীর ভবিষ্যৎটা ক্রমেই পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। নিজের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত তার গর্ভের অনাগত সন্তানের জন্য। এই বিশ্বচরাচরে তার সন্তানের জন্য একমুঠো মাটিও রইল না। কোথায় দাঁড়াবে তার অনাগত সন্তান?

রক্তস্নাত আন্দোলন

সপ্তর্ষি

ধুসর আকাশের নীচে একদিন আগুন জ্বলে উঠে
ক্লান্ত শ্রমিকের কণ্ঠে ন্যায্য অধিকারের সুর বাজে
কারখানার শিকল ভেঙ্গে শ্রমিকেরা রাস্তায় নামে
ঘামে ভেজা ন্যায়ের মুষ্ঠি হাতে প্রত্যাশা জাগে।

বাতাসের ঝাপটায় চারিদিকে প্রতিবাদের ডাকে
সারাদিন নয়-আটঘন্টা কাজে দাবী মানতে হবে
ক্ষমতার দেওয়াল যদিও ঢেকেছিল রক্তের ছাপে
শান্ত মিছিলে প্রাণ দিয়ে বদলায় অগ্নিধোঁয়ার প্রতাপে।

মানব মিছিলের কেঁপে উঠে শিকাগো শহরের বুক
স্বপ্নে গড়া জীবন নিঃস্ব হয়ে যায় কত শ্রমিকের সুখ
নিরীহ মানুষের নামে দোষ নেমে আসে শাস্তির ভার
জীবন দিয়ে ইতিহাস লিখে দেয় বেদনার অন্ধকার।

তবুও নিভে যায়নি আগুনের তাপ, জ্বলেছিল আলো
বিশ্বজুড়ে আজ শ্রমিকেরা পেয়েছে অধিকার ভালো
শিকাগোর রক্তস্নাত আন্দোলন আজও কথা বলে
ন্যায়ের পথ সম্পূর্ণ করতে যদিও জীবন যায় চলে।

(১৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

সহায়তা করে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাটিকান তাঁকে canonisation-এর জন্য অনুমোদন ঘোষণা করে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পর ১৫ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। এই canonisation Mass অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেন্ট পিটার্স বাসিলিকা, ভাটিকান সিটি-তে, যেখানে বিশ্বব্যাপী থেকে আগত ৫০,০০০-এরও বেশি ভক্তবিশ্বাসী ও সরকারি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা: সাধু দেবসহায়ম পিল্লাইয়ের জীবন আমাদের জন্য আজও গভীর শিক্ষা বহন করে আর তা হলো:

❖ **বিশ্বাসে অবিচলতা:** তিনি জীবনের প্রতিটি স্তরে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন – ধর্মান্তর, নির্যাতন ও মৃত্যুর মধ্যেও তিনি বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন, যা আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

❖ **সমতা:** সমাজে বর্ণ, ধর্ম বা শ্রেণির ওপর নির্ভর করে মানুষকে ছোট করা উচিত নয়, ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। এই শিক্ষা আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন।

❖ **নৈতিক সাহস:** সত্য ও ন্যায়বিচারের পথে দাঁড়াতে ভয় পাওয়া যাবে না, সময়ের দমন-নির্যাতনের মুখেও।

❖ **ক্ষমা ও ভালোবাসা:** তাঁর জীবনে কোনো বিদ্বেষ ছিল না; বরং তিনি সকলের জন্য ভালোর আশায় কাজ করেছিলেন।

❖ **সাধারণ মানুষের পবিত্রতা:** আমি/আপনি যাই হই না কেন (সাধারণ নাগরিক, কর্মী বা ছাত্র) ঈশ্বরের পথে আমরা পবিত্র হতে পারি।

তথ্যসূত্র:

❖ https/
❖ Catholic media
❖ Google.com

সাধু দেবসহায়ম পিল্লাই

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

সম্প্রতি ঘোষিত একজন ভারতীয় সন্তের নাম সাধু দেবসহায়ম পিল্লাই, যিনি ধর্মবিশ্বাসের কারণে জীবন উৎসর্গ করে খ্রিস্টশহীদ বা সাক্ষ্যমরের মৃত্যুবরণ করেন। হিন্দুধর্ম থেকে এসেও তিনি খ্রিস্টবিশ্বাসকে আপন জীবনে একদম নিজের করে নিয়ে সে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন বীরদর্পে। সকল মানুষের পক্ষে ছিলো তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ। জাতিভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে সবকিছু করেছেন।

জন্ম, পরিবার ও শৈশব

সাধু দেবসহায়ম পিল্লাই ২৩ এপ্রিল, ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ত্রাভাঙ্কোর রাজ্যের (বর্তমান কন্যাকুমারী জেলা, তামিলনাড়ু) নট্টালাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় নাম ছিল নীলকান্ত পিল্লাই (Neelakanta Pillai)। তিনি একটি হিন্দু নায়ার সম্প্রদায়ের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যা তখনকার দক্ষিণ ভারতের সমাজব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের পর্যায়ে বিবেচিত হতো। নীলকান্ত ছোটবেলা থেকেই ছিল এক দায়িত্বশীল ও বিবেচনাশীল সচ্চরিত্রের মানুষ। পরিবারের মূল্যবোধ ও ধর্মীয় ঐতিহ্য তাঁকে নম্রতা, মানবিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধে গড়ে তুলেছিল। শৈশবে তিনি ধর্মীয় রীতিনীতি, সমাজচেতনা ও নৈতিকতায় পারদর্শী ছিলেন, যা পরবর্তীতে তাঁর জীবন গড়ে দেয়। যদিও শুরুতে তাঁর জীবন বড় ধরণের কোন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর পরিবারে সম্ভবত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আলোচনার পাশাপাশি সাধারণ সামাজিক নিয়ম-নীতি শেখানো হতো। শৈশবেই তিনি মানুষের মধ্যে সমতা ও মানবতার মূল্য অনুধাবন করতে শুরু করেন যা পরবর্তীতে ধর্মান্তরের পর তাঁর জীবনের প্রধান শিক্ষা হিসেবে প্রকাশ পায়।

শিক্ষা ও ত্রাভাঙ্কোর রাজদরবারে জীবন

যুবক বয়সে নীলকান্ত পিল্লাই ত্রাভাঙ্কোরের মহারাজা মার্থান্ডা ভার্মার রাজদরবারে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতে থাকেন। তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সততা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার জন্য সম্মান পান। রাজদরবারে কর্মরত থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা করেন। এখানেই তাঁর জীবনে সেই গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে, যখন তিনি এক ডাচ নৌ-কমান্ডারের সাথে পরিচিত হন। এই ডাচ নৌ-কমান্ডার পরবর্তীতে তাঁর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জীবনকে বদলে দেয়।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ও নতুন নাম

১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাজদরবারে থাকার সময় নীলকান্ত পিল্লাই ডাচ নৌ-কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইউস্টাস ডে ল্যানয় এর সঙ্গে গভীর আলাপচারিতা করেন। এই ডাচ অফিসার ছিলেন খ্রিস্টধর্মের একজন দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা ও আচরণ নীলকান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নীলকান্ত দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও আত্মিক অনুসন্ধানের পর ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় তার নতুন নাম রাখেন দেবসহায়ম (Devasahayam) – যার অর্থ "ঈশ্বরই আমার সহায়" বা "God is my help"। একই নামে তাঁকে পরে "Lazarus" হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। ধর্মান্তরের পরে তিনি উদ্যমী হয়ে খ্রিস্টের শিক্ষা প্রচার করেন, বিশেষ করে মানুষের মধ্যে সমতা ও ন্যায্যতা প্রচার করেন। তিনি খ্রিস্টান সমাজে বিশ্বাস করেন যে সকল মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান। তিনি বর্ণ, ধর্ম বা সমাজের শ্রেণিভেদ বিবেচনা করেন না। এই অবস্থান তখনকার সমাজে গতানুগতিক বর্ণভেদ ও শ্রেণীভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিল এবং বহু উচ্চবর্ণের মধ্যে বিরোধীতা সৃষ্টি করে।

ধর্ম ও সামাজিক কাজ

দেবসহায়ম পিল্লাই শুধু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি সমাজে সমতা ও ন্যায়ের বার্তা দিনদিন জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন। তিনি দাবি করেন–মানুষের মর্যাদা ঈশ্বরের কাছে নির্ধারিত হয়, সমাজিক পদবি, বর্ণ, অর্থ বা ক্ষমতা দিয়ে নয়। এই বার্তা ছিল তখনকার সমাজে এক বিপ্লবী চিন্তা, কারণ তখনকার সমাজে সামাজিক শ্রেণিবিভাজন ও বৈষম্য ছিল প্রচলিত। তিনি মানুষের মধ্যে সমতা ও ন্যায়ের পক্ষে উদাহরণ হিসেবে কাজ করতে থাকেন – বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত ও নিচু অবস্থানের মানুষের অধিকার নিয়ে তিনি কথা বলতেন। এই কারণে তিনি একটি বাস্তব সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠেন, যদিও তখনকার সমাজ ও প্রশাসনিক শক্তির কাছে এটি বিরোধিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রেফতার ও নির্যাতন

সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে দেবসহায়মের স্পষ্ট উচ্চারণ ও ধর্মান্তরের জন্য তাঁকে অনেকের কাছে বিদ্বেষপূর্ণ ও বিপজ্জনক মনে করা হতো। তৎকালীন সমাজ ও প্রশাসনিক শক্তি তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। ভাটিকান সংক্রান্ত নথিতে বলা হয়েছে,' তাঁর ধর্মান্তর ও সমতার বার্তা উচ্চবর্ণদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং তাঁকে রাজদ্রোহ ও গুপ্তচরবৃত্তির মতো মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রশাসনিক পদ থেকে অপসারণ করা হয়'। ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি দীর্ঘ সময় বন্দিদশায় থাকেন। বন্দিদশায় তাঁকে কঠোর নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়, তাঁকে অপমান করা হয়, এবং তাঁকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তিনি তাঁর বিশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু দেবসহায়ম তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুলও সরে আসেননি। এই নির্যাতনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি তাঁর বিশ্বাসের শক্তি ধরে রাখেন এবং ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস দিয়ে মানসিক স্থিরতা বজায় রাখেন।

খ্রিস্টশহীদ: ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ সম্মান

১৪ জানুয়ারি ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে, তাঁকে আরালভাইমোজি (Aralvaimozhy) বনাঞ্চলে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর মরদেহ পরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সংগ্রহ করে নিয়ে যায় এবং সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ক্যাথিড্রালে (Saint Francis Xavier's Cathedral), কট্টার, নাগেরকোয়িলে তাঁর স্মৃতিতে সমাহিত করেন। আজ সেই স্থান পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে ভক্তদের কাছে পরিচিত। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কট্টার ডায়োসিস, তামিলনাড়ু বিশপ কাউন্সিল এবং ভারতীয় কাথলিক বিশপদের সম্মেলন তাঁকে beatification-এর জন্য প্রস্তাব দেয়। পরে ২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে তিনি officially "Blessed" বা ধন্য হিসেবে ঘোষণা পেয়ে থাকেন, তাঁর জন্মের প্রায় ৩০০ বছর পর। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকান তাঁর নামাঙ্কিত অলৌকিক এক ঘটনার (miracle) স্বীকৃতি প্রদান করে, যা তাঁর সাধু হওয়ার পথে

(বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

আলোচিত সংবাদ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে বাংলাদেশ, রূপপুরে জ্বালানি ব্যবহার শুরু হচ্ছে

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের চূড়ান্ত ধাপে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবারে (২৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুল্লিতে পারমাণবিক জ্বালানি বা ইউরেনিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় বিশ্বের ৩৩তম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। চুল্লিপাত্রে ইউরেনিয়াম জ্বালানি বসানো হলে তা থেকে তাপ তৈরি হবে। সেই তাপে পানি থেকে বাষ্প তৈরি হয়ে টারবাইন ঘুরবে আর সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। পাবনার রূপপুরে নির্মিত এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের চুল্লিপাত্রে জ্বালানি প্রবেশ করানো শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলছে, বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর আগে এটি চূড়ান্ত ধাপ। ধাপে ধাপে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/ud1r7hck3s

যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন প্রস্তাব ইরানের

সংঘাত নিরসনে মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। প্রস্তাবে হরমুজ প্রণালি ও পরমাণু ইস্যুতে রেড লাইন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে তেহরান। রবিবার (২৬) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকে নতুন প্রস্তাব দেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। বৈঠক শেষে আঞ্চলিক ইস্যু নিয়ে বৈঠকের উদ্দেশে আব্বাস আরাঘচি রাশিয়ায় যান। রবিবার (২৬) রাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করে ইরানের 'রেড লাইন' বা চূড়ান্ত সীমারেখার একটি তালিকা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি, যাতে ইসলামাবাদ তা যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেয়। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সম্প্রতি পাকিস্তান সফর করেন। এই সফরের সময়ই তিনি তালিকাটি পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করেন। তেহরানের রেড লাইন বা সীমারেখার মধ্যে পরমাণু ইস্যুর পাশাপাশি হরমুজ প্রণালি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। খবরে আরও বলা হয়, এই বার্তা প্রদানের বিষয়টি ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটি মূলত আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও ইরানের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/first-page/2026/04/28/1244207

ঢাকায় বৃষ্টি হলেও বাড়বে গরম

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার(২৮) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে, সেই সঙ্গে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

https://www.kalerkantho.com/online/dhaka/2026/04/28/1677637

কিশোরগঞ্জে হাওরে তলিয়ে যাচ্ছে পাকা ধান

গত রোববার (২৬) বিকেল থেকে সোমবার (২৭) বিকেল পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলসহ বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিসহ তুফান ও বজ্রপাত হয়েছে। বৃষ্টিতে পানি বাড়ার পাশাপাশি বজ্রপাতের ভয়ের কারণে মাঠে ধান কাটতে পারছেন না কৃষকেরা। এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তাঁরা। কিছু দিন আগে আবহাওয়া স্বাভাবিক ছিল, পাকা ধান কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কৃষকেরা। তবে টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে হাওরের অনেক জায়গার ধান তলিয়ে গেছে। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত দুই দিনে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার খয়েরপুর-আব্দুল্লাহপুর ও আদমপুর এলাকাসহ ইটনা ও মিঠামইন হাওরের কিছু এলাকায় প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমির পাকা বোরো ধান তলিয়ে গেছে। অতিরিক্ত শ্রমিক খরচ করে কোনো রকমে অনেকে ধান কেটে তুলছেন। কেউ আবার শেষ সম্বল হিসেবে ডুব দিয়ে কিছু পচা ধান কেটে কলাগাছের ভেলার ওপরে তুলে এনেছেন। অনেক জমির ধান পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। দিশাহারা হয়ে হাঁটু বা কোমরপানিতে নেমে কেউ কেউ ধান কাটলেও, অনেক কৃষকই আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4eb35q9fk7

ভারতীয় ভিসা-সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুতই ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতের ভিসা নিয়ে সুখবর দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। দেশটির সঙ্গে বিদ্যমান দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে সরকারের পক্ষ থেকে নানামুখী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার (২৮) স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনের ২৩তম দিনের বৈঠকে তিনি এ কথা জানান। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্ব টেবিলে উত্থাপিত হয়। ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের বিষয়ে ড. খলিলুর রহমান জানান, ভারতের সঙ্গে ভিসা প্রক্রিয়া সহজতর করতে সরকার ইতোমধ্যেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভারত সফর কালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা হয়। তিনি আরও বলেন, ওই বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ ও ব্যবসায়িক ভিসার প্রক্রিয়া পুনরায় স্বাভাবিক করার বিষয়ে জোরালো আহ্বান জানানো হয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/minister-speech/2026/04/28/1244467

ওপেক ছাড়ার ঘোষণা সংযুক্ত আরব আমিরাতের

জ্বালানি তেল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জোট ওপেক ও ওপেক প্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১ মে জোট থেকে আমিরাতের বেরিয়ে যাওয়া কার্যকর হচ্ছে। আমিরাত এমন সময় এই পদক্ষেপ নিল, যখন ইরান যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট তৈরি করেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ রয়েছে। ফলে ওপেকভুক্ত উপসাগরীয় দেশগুলো তেল রপ্তানি করতে হিমশিম খাচ্ছে। আরব আমিরাতের অভিযোগ, যুদ্ধের সময় ইরানের হামলা থেকে তাদের রক্ষা করাতে অন্য আরব দেশগুলো যথেষ্ট ভূমিকা রাখেনি। জাতীয় স্বার্থে তারা জোট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমিরাতের ঘোষণার পর ওপেকের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াবে ১১। এগুলো হলো সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত, ভেনেজুয়েলা, আলজেরিয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, ইকুইটোরিয়াল গিনি ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। ওপেকের সব সদস্যই ওপেক প্লাসের সদস্য। এই জোটে আরও আছে রাশিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, ব্রুনেই, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, ওমান, দক্ষিণ সুদান ও সুদান।

https://www.prothomalo.com/world/middle-east/ld0uki9adx

নাগরিকত্বের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দিলে ভিসা আবেদন বাতিল

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশটিতে গিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য ভিসা ব্যবহার করা অনুমোদিত নয় বলে জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস। বুধবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। পোস্টে বলা হয়, কোনো ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র সন্তানের নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন, তাহলে তা ভিসার শর্তের পরিপন্থী। এ ধরনের ক্ষেত্রে কনস্যুলার কর্মকর্তারা যদি মনে করেন ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য সন্তান জন্ম দিয়ে নাগরিকত্ব অর্জন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ট্যুরিস্ট ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে। দূতাবাস আরও জানায়, এ ধরনের কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিমালার আওতায় অনুমোদিত নয়। তাই ভিসা আবেদনকারীদের সঠিক উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/04/29/1244749

কার দুঃখ নেই

চীন দেশের কোন এক গ্রামে এক বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বেশ সুখে বসবাস করতো। হঠাৎ একদিন ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। বিধবা মা তার একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তাই সে সান্ত্বনা পাবার আশায়, তার দুঃখ লাঘব করার জন্য গ্রামের এক ধার্মিকলোকের কাছে গেল। সাধু লোকটি বললেন, "তুমি এ গ্রামের প্রত্যেকটি কৃষকের বাড়িতে যাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, কার বাড়িতে দুঃখ নেই। তুমি সেই বাড়ি থেকে একটি শর্ষের দানা নিয়ে আসবে। আমি তা দিয়ে তোমাকে দুঃখ কমানোর ঔষধ বানিয়ে দিব।"

প্রথমে বিধবাটি একটি বড় সুন্দর বাড়িতে গেল এবং ভাবল এ বাড়িতে হয়তো কারো কোন দুঃখ নেই। সে দরজায় আঘাত করল এবং জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের কি কোন দুঃখ আছে? যদি না থাকে, তবে আমাকে একটি শর্ষের দানা দিন, আমি দুঃখ লাঘবের জন্য একটি ঔষধ বানাবো।" লোকটি উত্তরে বলল, "আপনি ভুল বাড়িতে এসেছেন।"

এরপর লোকটি তাদের সমস্ত সমস্যা ও কষ্টের কথা তাকে শোনালো। এভাবে সে গ্রামের সবার বাড়িতে গেল এবং তারা তাদের দুঃখের কাহিনী তাকে শোনালো। কোন একটি বাড়িও সে পেল না যেখানে কোন দুঃখ কষ্ট নেই।

এভাবে অন্যের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনতে শুনতে সে তার নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলেই গেল। উপরন্ত সে অন্যদের দুঃখ-কষ্টের জন্য তাদের সান্ত্বনা দিতে শুরু করলো। এভাবে পরিশেষে সে দুঃখ-কষ্ট দূর করার অলৌকিক শর্ষে দানা পেয়ে গেল এবং সাধুর কাছে আর ফিরে গেল না।

তথ্যসূত্র: গল্পে গল্পে নীতি কথা।

নাগরিক কর্তব্য

একবার এক রাজা পথের মাঝখানে একটি বড় পাথর রেখে দিলেন। পাথরটি লোকেদের চলার পথে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করছে। রাজা আড়াল থেকে তা লক্ষ্য করছেন। অনেক লোক ঐ রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ কেউ রাজাকে গালমন্দ করছে, কিন্তু কেউ পাথরটা সরাচ্ছে না।

অবশেষে এক গরীব কৃষক আসল, সে ঝুড়ি ভর্তি ফলমূল বাজারে নিয়ে যাচ্ছে। সে পাথরটি দেখল এবং কাঁধ থেকে ফলের ঝুড়িটা নামাল। তারপর পাথরটা গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তায় পাশে ফেলে দিল। ফিরে এসে সে পাথরটির নিচে একটি থলি দেখতে পেল। সে থলি খুলে দেখতে পেল অনেক অর্থ ও একটি কাগজ। কাগজটিতে লেখা আছে, "এটি তোমার প্রাপ্য। এ অর্থ তোমার।"

তথ্যসূত্র: গল্পে গল্পে নীতি কথা।

শিশুদের উদ্দেশে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি

১. "শিশুরা হচ্ছে ভেজা মাটির মতো, এর উপর যা কিছুই পতিত হয় তার ছাপ ফুটে ওঠে" - হাইম গিনোট, শিশু মনোবিজ্ঞানী।

২. "যেখানে শিশুরা জড়ো হয়, প্রকৃত আনন্দ সেখানেই"- মিগনন ম্যাক-লাফিন, সাংবাদিক ও লেখক।

৩. "শিশুদের গড়ে তোলার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল তাদেরকে আনন্দ দেয়া"- অস্কার ওয়াইল্ড, লেখক এবং কবি।

৪. "প্রতিটি শিশু আশা নিয়ে জন্মে। শৈশবে সে কিছু সোনালি স্বপ্ন দেখে। কৈশোরে সে আরও বেশি আশাবাদী হয়ে ওঠে। যৌবনকালে সে মৃত্যু কিংবা পরাজয়ে বিশ্বাস করে না। বার্ধক্য আসে, জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। স্বপ্নগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আর তখনই মানুষ নিরাশ হয়ে যায়"- স্বামী বিবেকানন্দ।

৫. "শিশুদের শিক্ষা দেয়া উচিত যে তারা কীভাবে চিন্তা করবে, কী চিন্তা করবে সেটা নয়" - নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মিড।

আমি পেয়েছি

ক্ষুদীরাম দাস

আমি পেয়েছি
আমার পাপের ফল;
কষ্টে কষ্টে ঝরে
আমার অশ্রু-জল।

পাপে আমি আঁধারে,
কেউ নেই,
নেই কেউ
পাশে আহারে!

ভালোবেসে পাপীরে একলা,
দাঁড়িয়ে আমার ত্রাতা;
সঁপে দিলাম এই আমি,
আমার আত্মা।

আমি পেয়েছি আমার
ঈশ্বর ও স্বর্গসুখ,
আমি ঈশ্বরের, ঈশ্বর আমার
দূর হলো সকল দুঃখ।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

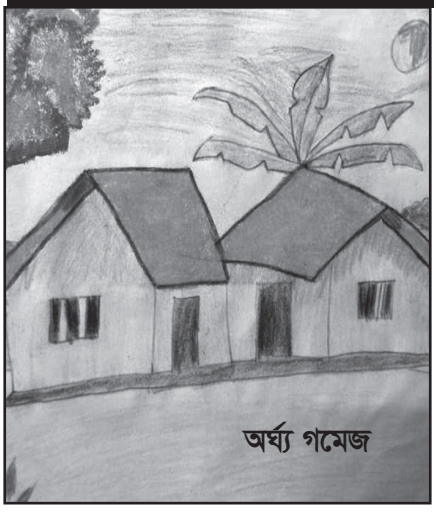

অর্ঘ্য গমেজ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

আফ্রিকা সফরে পোপ চতুর্দশ লিও'র প্রধান প্রধান ৭টি ঘটনা

পোপ চতুর্দশ লিও ১৩ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত ১১ দিন আফ্রিকার আলজেরিয়া, ক্যামেরুন, অ্যাঙ্গোলা ও ইকুয়েটোরিয়াল গিনি সফর করেন। এই দেশগুলোর ১১টি শহরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তিনি যুবসমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বন্দী, পরিবারসহ আরও অনেকের সঙ্গে মিলিত হন এবং সুসমাচারের বাণী সহভাগিতা করেন।

১। সাধু আগষ্টিনের পুণ্যভূমিতে আবেগঘন এক সফর

পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও আগষ্টিনিয়ান সংঘভূক্ত একজন সদস্য। তাই পোপ লিও'র কাছে সাধু আগষ্টিনের দেশ ও শহর অর্থাৎ আলজিয়ার্স থেকে আনাবা বা প্রাচীন হিপ্পো শহর ভ্রমণ যেনো তাঁর বিশ্বাস ও আহ্বানের শিকড়ে ফিরে যাবার মতো এক অভিজ্ঞতা। এক ঘণ্টা প্লেন ভ্রমণ করে পোপ মহোদয় হিপ্পোতে পৌঁছান, যেখানে সাধু আগষ্টিন ৩৯৬ থেকে ৪৩০ পর্যন্ত বিশপ হিসেবে সেবা দিয়েছিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি হলেও পুণ্যপিতা প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়েই হেঁটে যান এবং নির্দিষ্টস্থানে ফুলের মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে সেখানে তিনি কিছুটা সময় নীরব থেকে প্রার্থনা করেন।

২। আলজেরিয়ার বিখ্যাত মসজিদ 'জামা এল জাজায়ির' পরিদর্শন

আলজেরিয়ায় অবস্থানকালে পোপ চতুর্দশ লিও (জামা এল জাজায়ির) পরিদর্শন করেন, যা "আলজেরিয়ার মসজিদ" নামেও পরিচিত। এখানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মিনার রয়েছে – যার উচ্চতা প্রায় ২৬৫ মিটার (প্রায় ৮৭০ ফুট)। মক্কা ও মদিনার মসজিদের পর এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ এবং এখানে একসঙ্গে প্রায় ১,২০,০০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন।

পুণ্যপিতা বলেন, আমি মনে করি যে, মসজিদ পরিদর্শনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস, উপাসনার পদ্ধতি, জীবনযাপনের ধরন যদিও আলাদা তবুও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে পারি। বর্তমানে এ ধরণের বার্তা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা একসাথে আমাদের সাক্ষ্য তুলে ধরতে পারি এই প্রৈরিতিক সফরটিতে।

৩। আনন্দপূর্ণ চিত্তে পুণ্যপিতাকে স্বাগত জানায় ক্যামেরুনের শিশুরা

ক্যামেরুনের রাজধানীতে অবস্থিত এনগোল এতিমখানার শিশুরা নেচে-গেয়ে পোপ লিও চতুর্দশকে স্বাগত জানালে পর পুণ্যপিতা বলেন, "প্রিয় শিশুরা, আমি জানি তোমাদের অনেকেই কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছ। তোমাদের কেউ কেউ বাবা-মা বা প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা অনুভব করেছ। আবার কেউ কেউ ভয়, প্রত্যাখ্যান, পরিত্যাগ, বঞ্চনা ও অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা পেয়েছ। তবুও তোমাদের এমন এক ভবিষ্যতের জন্য ডাকা হয়েছে, যা তোমাদের দুঃখ-কষ্টের চেয়েও বড়। তোমরাই একটি প্রতিশ্রুতির বাহক হবে।"

বিগত ৪০ বছর ধরে মারীয়ার কন্যারা বা Daughters of Mary নামক ধর্মীয় সংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই অনাথ আশ্রমটির নামের অর্থ "ঈশ্বরের শক্তি"। এখানে দরিদ্র ও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আরেকটি হৃদয়স্পর্শী মুহূর্ত ঘটে ক্যামেরুনের বামেনডায়। বিকেলের পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে, পোপ যখন বিমানবন্দর ত্যাগ করে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। প্রায় ২০,০০০ মানুষের আনন্দ ও আবেগের মাঝে এই স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার প্রকাশ বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

৪। মামা মুক্সিমা তীর্থস্থানে জপমালা প্রার্থনার সমাবেশ

অ্যাঙ্গোলায় অবস্থানকালে পোপ চতুর্দশ লিও Mama Muxima Shrine-এ জপমালা প্রার্থনার একটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এই কিম্বুন্দু ভাষায় তীর্থস্থানটির নামের অর্থ "হৃদয়ের জননী"। অ্যাঙ্গোলায় মা মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত অন্যতম একটি তীর্থস্থান এটি। ১৭ শতকে পর্তুগিজদের দ্বারা কোয়ানজা নদীর তীরে একটি পাহাড়ের ওপর এটি নির্মিত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এটি অ্যাঙ্গোলার কাথলিকদের জন্য তীর্থযাত্রা ও প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত। পুণ্যপিতা যখন কিম্বুন্দু ভাষায় কথা বলেন, তখন উপস্থিত ভক্তেরা করতালিতে ফেটে পড়ে। তিনি বলেন: Mama Muxima, tueza kokué, Mama Muxima, tutambululé; যার অর্থ: "হৃদয়ের জননী, আমরা তোমার কাছে আসছি; হৃদয়ের জননী, আমাদের গ্রহণ করো।"

৫। পুণ্যপিতার মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন

আফ্রিকা সফরে ইকুয়েটোরিয়াল গিনিতে গিয়ে জ্যান-পিয়ের ওলি মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন পোপ চর্তুদশ লিও। ছয়টি প্যাভিলিয়ন নিয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি মানসিক রোগের চিকিৎসায় ঐদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নির্দেশ করে, যেখানে অতীতে এই ধরনের রোগগুলো অনেকটাই অবহেলিত ছিল। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি দেশের প্রথম আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রোগীদের সমাজে পুনঃএকীভূত করার জাতীয় অঙ্গীকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই অনুষ্ঠানটি নাচ-গান ও প্রাক্তন রোগীদের আবৃত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এছাড়াও ছিল হাসপাতালের পরিচালক ও একজন রোগীর সাক্ষ্যদান। স্প্যানিশ ভাষায় দেওয়া বক্তব্যে পুণ্যপিতা বলেন, "আমি যখনই কোনো হাসপাতাল পরিদর্শন করি, আমার মনে মিশ্র অনুভূতি কাজ করে: একদিকে রোগী ও তাদের পরিবারের জন্য আমি দুঃখ অনুভব করি, অন্যদিকে মানবজীবনের সেবায় প্রতিদিন যা কিছু করা হয় তা দেখে আমি মুগ্ধ ও সান্ত্বনা পাই। এখানে এসেও আমি একই অনুভূতি পাচ্ছি, তবে আজ আনন্দই প্রাধান্য পাচ্ছে। এটি প্রভুর নামে মিলিত হওয়ার আনন্দ এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের মানুষের যত্ন নেওয়ার আনন্দ।"

৬। পোপ মহোদয় একটি কারাগার পরিদর্শন করেন

ইকুয়েটোরিয়াল গিনিতে পুণ্যপিতা বাতা শহরে একটি কারাগার পরিদর্শনে যান এবং সেখানে বন্দীদের বলেন, কেউই ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত নয়। তিনি তাদের উৎসাহ দেন যাতে বন্দীরা বুঝতে পারেন কারাগারের ভিতরেও পরিবর্তন, পুনর্মিলন এবং আশার সম্ভাবনা বিদ্যমান। বাতার স্থানীয় কারাগারটি কঠোর কারাগার হিসেবে পরিচিত এবং কঠিন বন্দী পরিবেশের হন্য কুখ্যাত।

৬০০-এর বেশি বন্দীর পক্ষ থেকে একজন পোপ মহোদয়কে তাঁর সফর ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আপনার আগমন এবং সমর্থনের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার উপস্থিতি আমাদের বিশ্বাস ও পরিত্রাণের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা আপনার আশীর্বাদ কামনা করি, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং এখান থেকে আরও ভালো মানুষ হয়ে বের হতে পারি। আপনার সহমর্মিতা ও আশার বার্তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

৭। আফ্রিকা প্রৈরিতিক সফরে সমাপনী খ্রিস্টযাগ

পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও আফ্রিকা সফরের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মালাবো স্টেডিয়ামে। প্রায় ৩০ হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপস্থিতিতে এটি ছিল পোপ মহোদয়ের ১১দিনের সফরের চতুর্থ ও শেষ আফ্রিকান দেশে সবচেয়ে জনসমাগমপূর্ণ অনুষ্ঠান। ইকুয়েটোরিয়াল গিনির বিশ্বাসীসহ আফ্রিকার সকলকে তিনি উদ্যমের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করে যেতে বলেন এবং বিশ্বাস, সেবা ও সংহতি গড়ে তুলে সাক্ষ্য হয়ে ওঠতে আহ্বান করেন।

- তথ্যসূত্র: *news.va*

ঐশ অনুগ্রহে আশীর্বাদিত, সেবায় নিবেদিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের হীরক জয়ন্তী (৭৫ বছর) পালনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে আনন্দ সহকারে 'মহাধর্মপ্রদেশে উন্নীত' হবার ৭৫ বছরের পূর্তি বা হীরক জয়ন্তী পালন করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। বিকাল ৪টা থেকেই মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠান থেকে ভক্তজন, সন্ন্যাসব্রতী নর-নারী ও যাজকেরা আর্চবিশপ ভবনে মিলিত হতে থাকেন। চা-চক্রের পরে বিকাল ৫টায় বিশপ সুব্রত বি, গমেজের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান। হীরক জয়ন্তীর লগো ও ইতিহাস কর্ণার উন্মোচন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ সুব্রত বি. গমেজ, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি'সহ বর্ষীয়ান ফাদার হিউবার্ট গমেজ, সিস্টার পলিন সিএসসি, ব্রাদার বেনেডিক্ট রোজারিও সিএসসি, মিশনারী ফাদার জন পাওলো, শ্রদ্ধেয়া মার্গারেট ডি'কস্তা, শ্রদ্ধেয় আলবার্ট ও অতুল এরিক গমেজ। লগো উন্মোচনের পরপরই আর্চবিশপ মহোদয় হীরক জয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর লগোর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন সিস্টার মেরী নমিতা এসএমআরএ।

বিশ্বাসের কেন্দ্রে অবস্থিত পুনরুত্থান প্রদীপ প্রজ্বলন করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। শাওন গমেজের পরিচালনায় তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীরা দৃষ্টিনন্দন উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর মহাধর্মপ্রদেশের সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করেন ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে নাচ ও গান পরিবেশন করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের সদস্য ও রমনা সেমিনারীর সেমিনারীয়ানবৃন্দ। নাচ-গানের পরপরই আনন্দের বহিঃপ্রকাশে বেলুন উড্ডয়ন করেন কার্ডিনাল, বিশপগণসহ সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিশ্বাসের যাত্রার প্রতীকী হিসেবে বিশেষ শোভাযাত্রায় সকলে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, বাণীপ্রচার, আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন এগুলোর মধ্যদিয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ বিশেষভাবে তার বিশ্বাসীয় সেবাকাজ করছে এবং করে যাবে বলে তারা প্রজ্বলিত প্রদীপ পুনরুত্থান প্রদীপের পাশে রেখে নিজেদেরকে আলোকিত করেছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে শুরু হয় মহাখ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি তার উপদেশে বলেন, এ ধর্মপ্রদেশ ঈশ্বরের অনেক অনুগ্রহ পেয়েছে ও পাচ্ছে। একইসাথে এই মহাধর্মপ্রদেশের রয়েছে বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সোন্দর্য এবং ভক্তজনগণের উদারতা। যার মধ্যদিয়ে তারা নিজেরা বিশ্বাসীয় জীবনে গভীরে যায় এবং অন্যদের সাথে বিশ্বাস সহভাগিতা করতে পারে। খ্রিস্টযাগ শেষে বিশপ সুব্রত বি, গমেজ হীরক জয়ন্তী পালনের কিছু দিক নির্দেশনা রাখেন ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

খ্রিস্টযাগে ৭৫জন যাজকসহ খ্রিস্টভক্ত ও সন্ন্যাসব্রতী নর-নারী মিলে প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, একই দিনে ইস্টার পুনর্মিলনী হওয়াতে ধর্মপ্রদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় প্রীতিভোজের মাধ্যমে মিলনোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বান্দুরা সেমিনারীতে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পাঠদান সহায়ক কর্মশালা

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা: গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী বান্দুরাতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের আয়োজনে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পাঠদান সহায়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ফাদার, সিস্টার ও সেমিনারীয়ানসহ মোট ৬৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৮:৩০ মিনিটে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পক্ষ থেকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের আহ্বায়ক ও সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানানো হয়। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। তিনি যাজকদের জন্যে এই কর্মশালার আয়োজন ও উদ্যোগের উপলক্ষে

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনকে সাধুবাদ জানান এবং সকল সেমিনারীয়ানদের আহ্বান করেন যেন এই কর্মশালা থেকে জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে প্রেরিতিক কাজে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাকে আরো বেগবান ও সক্রিয়ভাবে গড়ে তুলতে পারে। এরপর মূল বিষয়ের উপর উপস্থাপনা রাখেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার শিপন পিটার রিবেরু। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় খ্রিস্টমণ্ডলী, খ্রিস্টমণ্ডলীর মৌলিক শিক্ষা, কাথলিক মণ্ডলীর সংস্কারসমূহ ও পবিত্র বাইবেল পরিচিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এরপর মুক্তালোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের প্রশ্ন, মতামত, প্রস্তাব তুলে ধরেন। পরিশেষে, পরিচালকের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ: গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শনিবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "এসো পবিত্রাত্মায় জীবন নবায়ন করি"- এই মূলসুরের আলোকে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারে ২৬০ জন শিশু, ৩ জন ফাদার, ৫০ জন এনিমেটর ও অভিভাবক এবং ৪ জন সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতেই শিশু ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালি করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগানসহ গির্জাঘরের প্রধান প্রবেশদ্বারে সমবেত হন। এরপর 'যিশু ডাকেন তোমায়'- এ গানের সহযোগে শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে স্বাগতিক ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার অমিত গমেজ সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার অমিত গমেজ। অতঃপর টিফিন বিরতির শেষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারী সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ মূলসুরের উপর প্রজেক্টরের মাধ্যমে তার প্রাণবন্ত সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর এনিমেটর ও শিশুদের অংশগ্রহণে বাইবেলভিত্তিক অভিনয়সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং শান্তির বারতায় বাইবেল কুইজে ৪টি পর্বে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এরপর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়া এবং সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শিশু মঙ্গল সেমিনার সার্থক, সুন্দর ও ফলপ্রসূ করার জন্য ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ও সহকারী পালপুরোহিত, সিস্টারগণ ও এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন। অতঃপর, মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনার শেষে পবিত্রাত্মায় জীবন নবায়ন করার শুভ প্রেরণা এবং অঙ্গিকার নিয়ে শিশু ও এনিমেটরগণ নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যান।

PWPN-EYM-এর প্রথম জাতীয় যুব সেমিনার

দিলীপ ভিনেসন্ট গমেজ: গত ৬ থেকে ৭ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রাঙ্গণে PWPN (Pope's Worldwide Prayer Network)-এর আয়োজিত National Convention: Eucharist Youth Movement অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশ থেকে PWPN-এর এনিমেটরদের নেতৃত্বে ২২০ জন যুবক-যুবতী জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ৬ মার্চ রোজ শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়। তারপর উৎসবমুখর পরিবেশে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার। সেমিনারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ PWPN-এর কানট্রি ডিরেক্টর এবং নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর সম্মানিত রেজিস্ট্রার ডা. ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও সিএসসি। অনুষ্ঠানে PWPN-এর ইতিহাস নিয়ে সহভাগিতা করেন PWPN-এর ঢাকা উত্তর এনিমেটর হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার কল্পনা ইউফ্রেজি কস্তা সিএসসি ও ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও। দুপুরের প্রায়শ্চিত্তকালীন মিলন ভোজের পর স্কুলের বাস্কেটবল কোর্টে যুবক-যুবতীদের পরিচালনায় সবাই "ক্রুশের পথে" অংশগ্রহণ

করেন। বিকেলে "আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা"-এর উপর সুন্দর ও বাস্তবমুখী গল্পের মাধ্যমে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার রিপন রোজারিও এসজে। তারপর কাথলিক যুবক-যুবতী হিসেবে পরিবার ও সমাজে দায়িত্ব বিষয়ে সহভাগিতা করেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। উক্ত দু'জন বক্তাকে কেন্দ্র করে মি. সুবাস আগস্টিন পিউরীফিকেশনের প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে দলীয় আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় সেন্ট খ্রীষ্টিনা গির্জায় সবাই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত গমেজ। তিনি খ্রিস্টযাগে যুবক-যুবতীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্ব তুলে ধরেন। রাতের আহারের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের সেমিনার সমাপ্ত হয়। সেমিনারের দ্বিতীয় দিন বিশেষ প্রার্থনার পর সিবিসিবি-এর সম্মানিত সেক্রেটারি ফাদার তুষার গমেজ "Your sons and daughter will prophesy tour young women will see vision"-এর বিস্তারিত সহভাগিতা করেন। টিফিনের পর হলি ক্রস গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা মিসেস সারা রোজলিন গমেজ উৎসাহমূলক সহভাগিতা করেন যুবক-যুবতীদের আগামী সুন্দর জীবন গঠনের জন্য। এরপর ICDDRB ডা. তালাত শামা যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে বাস্তবমুখী উদাহরণসহ তাদের জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ সহভাগিতা করেন। এছাড়া বর্তমান যুবসমাজের প্রধান সমস্যা মাদক বা ড্রাগস অ্যাডিক্টেড কুফল নিয়ে সহভাগিতা করেন। সর্বশেষে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে মি. সুবাস আগস্টিন পিউরীফিকেশন মূল্যায়ন ও অ্যাকশন প্ল্যান পরিচালনা করেন। দুপুর ১টায় ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনারের সমাপ্ত হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ
থানচির শান্তি রক্ষাকারিণী মা-মারীয়ার তীর্থোৎসব-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
শান্তিরাজ কাথলিক ধর্মপল্লী, থানচি, বান্দরবান
তারিখ: ২৮ ও ২৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মূলভাব: "আমার অন্তর গেয়ে উঠে প্রভুর জয়গান" (লুক: ১:৪৬)

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৮ ও ২৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বান্দরবানের থানচিস্থ শান্তিরাজ কাথলিক ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "থানচির শান্তি রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার মহাতীর্থোৎসব"। এ উৎসবে পর্বদিনের মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। তাই আশীর্বাদের এই তীর্থ উৎসবে শান্তি রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার স্নেহময় সুরক্ষা ও মধ্যস্ততায় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভের এই মহতী সুযোগে, সবুজ পাহাড়ী ঘেরা শান্তিরাজ ধর্মপল্লী থানচিতে আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ ও স্বাগতম জানাচ্ছি।

পর্বকর্তা, ও বিশেষ উদ্দেশ্য প্রদানে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি:

ফাদার নিকোলাস নকরেক, সিএসসি: ০১৮৭৬২৩৩১৩১, ফাদার সৈকত বেনেডিক্ট কুলেন্তুনু, সিএসসি: ০১৮৪১৯৯৭৪৫৭
মি. আন্দ্রিয় ত্রিপুরা: ০১৮৫৬৪৭৬১৫০ **আয়োজনে:** তীর্থোৎসব পরিচালনা কমিটি, শান্তিরাজ ধর্মপল্লী, থানচি

অনুষ্ঠানসূচি

২৮ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যা ৬:০০ : খ্রিস্টযাগ (পৌরহিত্য: ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স, ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ)
রাত ৭:৩০ : রাতের খাবার (নিজ দায়িত্বে কূপনের মাধ্যমে)
রাত ৮:৩০ : আলোকশোভাযাত্রা ও জপমালা প্রার্থনা
রাত ৯:৩০ : নিরাময়কারী অনুষ্ঠান, আরাধনা ও পাপস্বীকার

২৯ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

সকাল ৮:০০ : সকালের প্রার্থনা
সকাল ৯:৩০ : তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ (পৌরহিত্য: আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ)
দুপুর ১২:০০ : দুপুরের আহার (নিজ দায়িত্বে কূপনের মাধ্যমে)

বিজ্ঞ/২১/২৬

তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪ মে, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ রবিবার তুইতাল ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্যে শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা। পবিত্র আত্মা আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার টমাস কোড়াইয়া
পাল-পুরোহিত
এবং
খ্রিস্টভক্তগণ, তুইতাল ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৯০/২৬

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা

নভেনা : ১৫ মে - ২৩ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

তারিখ : ২৪ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭:০০টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষণীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 14
Regd. No. DA-33
❖ 3 - 9 May, 2026, ২০ - ২৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মে
১ শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব
৮ পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও'এর পোপীয় পদাভিষেক দিবস (২০২৫)
১৩ ফাতেমা রাণীর পর্ব
১৪ প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস
১৭ প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব
২৪ পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব
৩০ ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব
৩১ পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

জুন
৭ খ্রীষ্টের পুণ্য দেহ-রক্তের মহাপর্ব
৯ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি-এর মৃত্যুবার্ষিকী
১১ প্রেরিতদূত সাধু বার্ণাবাস
১২ যীশু হৃদয়ের মহাপর্ব
১৩ পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক মহাচার্য
১৩ ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়, স্মরণদিবস
২১ বাবা দিবস
২৪ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব মহাপর্ব
২৬ মহরম আশুরা
২৯ প্রেরিতশিষ্য সাধু পিতর ও পল মহাপর্ব

জুলাই
৩ প্রেরিতদূত সাধু টমাস-এর পর্ব
৪ পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ
৬ সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
৯ সাধু আগষ্টিন ঝাও রং যাজক ও সঙ্গীগণ
১১ সাধু বেনেডিক্ট মঠাধ্যক্ষ
১৬ কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া
২২ সাধ্বী মেরী ম্যাগডালিন, পর্ব
২৫ প্রেরিতদূত সাধু যাকোব পব
২৯ সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া ও সাধু লাজার

আগস্ট
৪ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী
৫ মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
৬ প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর পর্ব
১৬ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২২ বিশ্বরাণী মারীয়া স্মরণ দিবস
২৭ সাধ্বী মনিকা স্মরণ দিবস
২৯ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের শিরচ্ছেদ, স্মরণদিবস

সেপ্টেম্বর
২ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ মাদার তেরেজা
৮ কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
২৮ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ মহাদূতগণ মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, পর্ব

অক্টোবর
২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৮ বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

নভেম্বর
১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ ধন্যা কুমারী মারীয়া নিবেদন পর্ব
২২ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

ডিসেম্বর
৮ কুমরী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায় দিবসসমূহ

মার্চ
১৯-২১ ঈদ-উল-ফিতর
২৬ স্বাধীনতা দিবস

এপ্রিল
১৪ বাংলা নববর্ষ

মে
১ বিশ্ব শ্রমিক দিবস
১০ মা দিবস
১৭ বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
(২৫-২৭) ঈদ-উল আযহা
২৯ সম্প্রীতি দিবস

জুলাই
২৬ বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস

আগস্ট
৯ বিশ্ব আদিবাসী দিবস

সেপ্টেম্বর
৪ জন্মাষ্টমী

অক্টোবর
২১ দুর্গা পূজা

নভেম্বর
১৫ বিশ্ব দরিদ্র দিবস

ডিসেম্বর
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস

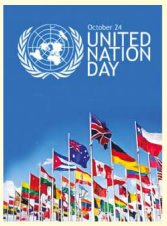

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org